CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-18 ■ 23 October, 2025 ■ আগরতলা ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ৫ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

### মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় যাওয়ার পথে বেলবাড়িতে

# বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলা
# গাড়ি ভাঙচুর, পাটকেলে আহত বহু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় অংশ নিতে যাওয়ার পথে বিজেপি সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বেলবাড়ি এলাকা। আজ জিরানিয়া থানার অন্তর্গত খুমতিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি সমর্থকদের গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় ইট-পাটকেল। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী ও সমর্থক।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা উপলক্ষে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা গাড়িবহর নিয়ে সভাস্থলে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করেই তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে শুরু হয় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। হামলার ফলে রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়েন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা-সহ রাজ্য নেতৃত্বের গাড়িবহর। অনেক বিজেপি কর্মী ও সমর্থককে হুমকি দিয়ে সভাস্থলে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি গাড়িকে মাঝপথ থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

### জনজাতিদের বিভ্রান্ত করার জন্য বন্‌ধ

# বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা একাংশের ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** জনজাতিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এত ভয় ভীতি উপেক্ষা করেও জনগণ বিজেপিতে আসতে চাইছেন। সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে জনজাতিদের বিভ্রান্ত করার জন্য এই বনধ ডাক দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল সরকার বনধের সমর্থন করবে না। আজ এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

সাত দফা দাবিকে সামনে রেখে তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪ ঘণ্টার বনধের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বনধের নেতৃত্বে রয়েছেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তবে, এই বনধের বিরোধিতায় স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা আজ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এভাবে রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করা যাবে না। কিছু লোক সংবাদমাধ্যমের আলোয় আসার জন্য এই ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছে, যাতে দেশের সামনে ত্রিপুরাকে উদ্বেগজনক রাজ্য হিসেবে তুলে ধরা যায়। কিন্তু এতে কোনও লাভ হবে না।

তিনি আরও জানান, সরকার রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ত্রিপুরার উন্নয়ন ও শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হলে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

তিনি আরো বলেন, জনজাতিদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করার জন্য চেষ্টা করছে একাংশ। কিন্তু কোন লাভ হবে না। ভয় ভীতি উপেক্ষা করে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত হতে দেখে জনজাতিরা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

### শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে

# আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের অভিযোগ, অস্বীকার, নিন্দার ঝড়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুলেছে জোলাইবাড়ীর রামরাইবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। যদিও পুলিশের সদর দপ্তরের থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অভিযোগ খন্ডিত করা হয়েছে।

জানা যায়, বিদ্যালয়ের দুইশিক্ষকের বদলির আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য মঙ্গলবার পথ অবরোধে সামিল হয় জোলাইবাড়ির রামরাই বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। পরবর্তী সময় একই দাবীতে আজ পুনরায় বিদ্যালয়ে তালা দিয়ে আন্দোলনে সামিল হয় ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য পুলিশ ধমকী দেয়। পুলিশের ধমকীকে উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু দাসের আদেশে ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায় বাইখোড়া থানার কর্তব্যরত এএসআই মরন বৈদ্য এমনটাই অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের। এই লাঠিচার্জে প্রায় ১২ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। আহত ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে গোটা ঘটনা অস্বীকার করেছে পুলিশ। পুলিশের সদর দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোড়া থানার অন্তর্গত রামরাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পুলিশের বলপ্রয়োগে কিছু ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে বলে অভিযোগ করে কয়েকটি সংবাদ ক্লিপ এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট প্রচারিত হয়েছে। এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুলিশের তরফ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কোন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

### ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে মদত দিচ্ছে মোদি শাহরা

## কংগ্রেস

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।* *আরএসএস ও বিজেপি পরিচালিত মোদি-শাহ সরকারের বিরুদ্ধে একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। গোটা দেশে পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে হিন্দুত্ববাদী উচ্চবর্ণীয় মনুবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েমের দিকে এগোচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। আজ কংগ্রেসের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।*

*তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশনকে কবজা করে ভোটাধিকার হরণের চেষ্টা মোদি সরকার নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ধ্বংস করে তার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। কমিশনের শীর্ষ পদে নিয়োগ করা হয়েছে দলপন্থী ও আনুগত্যপূর্ণ ব্যক্তিদের, যাঁরা মোদি-শাহের নির্দেশেই কাজ করছেন। এরফলে দেশের সাম্প্রতিক লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে ব্যাপক ভোটচুরির মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি।*

*এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, রাজ্যে শুরু হওয়া এসআইআর- এর নাম করে পরিকল্পিতভাবে বিরোধী ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যদিও নির্বাচন কমিশন দাবি করছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে এসআইআর করা হচ্ছে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে আগত মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই ঘোষণার সঙ্গে এসআইআর কার্যক্রমের লক্ষ্য সাংঘর্ষিক বলেই কংগ্রেসের অভিমত।*

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# বন্‌ধ সমর্থন করবে না বামেরা ঃ বিরোধী দলনেতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** তিপ্রা মথা ও বিজেপি স্বামী স্ত্রীর মতো। তাদের মধ্যে যে ঝামেলা রয়েছে সেটা তাদের পারিবারিক, সেখানে জনগণের স্বার্থ সম্বলিত কোন বিষয় নেই। লোক দেখানো বনধ ডেকেছে তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, যে দাবিগুলির ভিত্তিতে তিপ্রা মথা সমর্থিত তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটি বনধের আহবান করেছে সেগুলি জনগণের স্বার্থ সম্বলিত নয়। সবগুলি বিষয়ে তিপ্রা মথা ও বিজেপির মধ্যে সাংসারিক অথবা পারিবারিক ঝামেলা। তাই জনগণকে ভোগান্তির শিকার করার জন্য এই বনধ ডাকা হয়েছে। পারস্পরিক একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি মানুষকে দেখানোর জন্যই লোকদেখানো এই বনধের ডাক দিয়েছে মথা।

তিনি আরো বলেন, বিজেপি ও মথা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে টিকে রয়েছে। এডিসি এলাকায় তিপরা মথা কোনো ধরনের আইন মানতে রাজি নয়। তারা নিজেদের মতো এডিসিতে চলছে। কোন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি সবকিছু জেনেও কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করছে না। তারা একে অপরকে এডিসি এবং

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

### চা বাগানে মহিলা শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** সাব্রুম থানাধীন লুধুয়া চা বাগানে এক মহিলা শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃতার ভাই থানায় খুনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছে। মৃতার নাম প্রমিলা দাস, স্বামী মিঠু দাস।

ঘটনার বিবরণে মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, আজ সকালে কাজ থেকে ফিরে এসে দেখতে পান তার স্ত্রী ঘরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তাকে উদ্ধার করে সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অপরদিকে মৃতার ভাইয়ের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# নাগেরজলায় বাস ও অটো চালকদের দ্বন্দ্বে চরম উত্তেজনা, পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** রাজধানীর নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে বুধবার সকাল থেকে দেখা গেল চরম উত্তেজনা। বাস ও অটো চালকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের মতভেদ এদিন বিস্ফোরিত আকার ধারণ করে, ফলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন অটো চালকরা।

অটো শ্রমিকদের অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ার পর রাস্তার পাশে বড়জোর সাত মিনিট দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলার কথা, কিন্তু বাস্তবে বাস চালকরা প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এর ফলে পুরো রাস্তা জুড়ে বাসের লাইন তৈরি হয়ে যায় এবং অটো চলাচলের জায়গা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে।

অটো চালকদের অভিযোগ, এর ফলে যাত্রীসহ অটো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, যা শুধু অসুবিধাজনকই নয়, আর্থিক ক্ষতিরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা জানান, "এই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। বারবার অনুরোধ করেও কোনো

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৩অক্টোবর ২০২৫ ইং
৫ কার্তিক, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

# পবিত্র বন্ধনের উৎসব ভাইফোঁটা

ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইলো হিন্দুদের দ্বারা পালিত একটি উৎসব। এটি কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উদযাপিত হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পাঁচ-দিনব্যাপী দীপাবলি উৎসবের শেষদিন।ভোরের শিশির ভেজা দুর্বা ঘাস, ধান, দই, চন্দন, কলা, পান, সুপারি এবং কাজলের ফোঁটা দিয়ে কাঁসার থালা সাজানো হয়। বোন স্নান করিয়া, সম্ভব হইলে উপোস থেকে, শুদ্ধ বস্ত্রে ফোঁটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

যেখানে ফোঁটা দেওয়া হইবে, সেই স্থানটি গঙ্গা জল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া নেওয়া হয়। ভাইয়ের জন্য বসিবার আসন এমনভাবে পাতা হয় যেন তাহার মুখ পূর্ব দিকে থাকে। ফোঁটা দেওয়ার আগে একটি প্রদীপ ও ধূপকাঠি জ্বালাইয়া রাখা হয়।পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, দেবী যমুনা তাঁহার ভাই যমরাজকে ফোঁটা দিয়া অমরত্ব দান করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের মাধ্যমে বোন যমরাজের দুয়ার থেকে সমস্ত বিপদ দূর করিয়া ভাইয়ের জন্য যমুনার মতো দীর্ঘ ও নিরাপদ জীবন কামনা করে।ভাইফোঁটা হইলো ভাই ও বোনের মধ্যেকার পবিত্র সম্পর্ক উদযাপনের উৎসব। এই দিনে বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়া তাহাদের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সকল বিপদ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে।সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, মৃত্যুর দেবতা যমরাজ তাঁহার বোন যমুনার বাড়িতে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে গিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহার ভাইকে পরম স্নেহে বরণ করিয়া কপালে ফোঁটা দেন। যমরাজ খুশি হইয়া বর দেন যে, এই দিনে যে বোন তার ভাইকে ফোঁটা দেবে, তাহার ভাইয়ের কোনোদিন অকালমৃত্যু হইবে না।

ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইলো ভাই-বোনের সম্পর্ককে উদযাপন করিবার এক পবিত্র উৎসব। এটি বাঙালি হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব যাহা কালীপূজোর (দীপাবলি) দুই দিন পর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হয়।ভাইফোঁটার উৎপত্তির সঙ্গে একাধিক পৌরাণিক কাহিনি জড়িত। সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি কাহিনি হইলো, যম ও যমুনা। মৃত্যুর দেবতা যমরাজ বহু বছর পর তাঁহার বোন যমুনার (যমী) আমন্ত্রণে তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহাকে আতিথেয়তা করিয়া ফোঁটা বা তিলক পরাইয়া দেন এবং মিষ্টি খাওয়ান। এতে যমরাজ অত্যন্ত খুশি হইয়া বোনকে বর দেন যে, এই দিন যে বোন তাঁহার ভাইকে ফোঁটা দেবে, তার ভাই অকালমৃত্যুর ভয় থেকে রক্ষা পাইবে। এ কারণেই এই উৎসবকে যমদ্বিতীয়া নামেও অভিহিত করা হয়।আরেক মতে, নরকাসুরকে বধ করিবার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বোন সুভদ্রা তাঁহাকে মিষ্টি ও ফুল দিয়া বরণ করেন এবং কপালে ফোঁটা পরাইয়া দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এই ঘটনা থেকেই উৎসবের সূচনা বলিয়া মনে করা হয়। বোন তাঁহার ভাইয়ের কপালে চন্দন, দই এবং কাজলের মিশ্রণে কনিষ্ঠা আঙুল দিয়া তিনবার ফোঁটা বা তিলক আকিয়া দেয়। এই ফোঁটা ভাইয়ের দীর্ঘ জীবন, মঙ্গল ও নিরাপত্তার জন্য বোনের আন্তরিক প্রার্থনার প্রতীক। ফোঁটা দেওয়ার সময় বোন একটি বিশেষ মন্ত্র পাঠ করেন, যাহার মাধ্যমে তিনি যমরাজের কাছে তাঁহার ভাইয়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। মন্ত্রের আঞ্চলিক ভিন্নতা থাকিলেও মূল বক্তব্য একই থাকে। যেমন: 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।' ফোঁটা দেওয়ার পর বোন শঙ্খ বাজান ও উলুধ্বনি দেন। যদি বোন বয়সে বড় হন, তবে তিনি ভাইকে ধান ও দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ছোট বোন হইলে ভাইকে প্রণাম করে। ফোঁটা পর্ব শেষে বোন ভাইকে মিষ্টিমুখ করান (ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি যেমন সন্দেশ, নারকেল নাড়ু ইত্যাদি), এবং উপহার দেন। ভাইও সাধ্যমতো বোনকে উপহার দিয়া কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং ভাই-বোনের মধ্যেকার গভীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং একে অপরের প্রতি কর্তব্যবোধকে নতুন করিয়া জাগাইয়া তোলার উৎসব। এটি তাহাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। ভাইফোঁটা উপলক্ষে পরিবারে একটি আনন্দের আবহ তৈরি হয়। বিবাহিত বোনেরা ভাইয়ের বাড়িতে আসেন বা ভাই বোনের বাড়িতে যান, ফলে এটি পারিবারিক মিলন এবং উৎসবমুখর ভোজের উপলক্ষও বটে।ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসব ভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন: মহারাষ্ট্র ও গোয়াতে ভাইবিজ বা ভাউ বীজ, নেপালে ভাইটিকা, এবং উত্তর ভারতে ভাইদুজ, কিন্তু এর মূল ভাবনা অর্থাৎ ভাই-বোনের সম্পর্ককে উদযাপন করিবার উদ্দেশ্য একই থাকে।ভাইফোঁটার ঐতিহ্য হইলো পৌরাণিক কাহিনি, শুভকামনার আচার এবং পারিবারিক ভালোবাসার এক চমৎকার মিশ্রণ। এটি ভ্রাতৃত্বের প্রতিরক্ষার প্রতীক এবং বোনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রকাশ।

## বিহার নির্বাচন: আসন সমঝোতায় ব্যর্থ মহাগঠবন্ধনে ১২টি আসনে নিজেদের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চিরাগ পাশওয়ানের কটাক্ষে সরগরম রাজনীতি

পাটনা, ২১ অক্টোবর : বিহারের রাজনৈতিক মঞ্চে বিরোধী মহাগঠবন্ধনের মধ্যে প্রবল বিশৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের অভাব নতুন করে প্রকাশ্যে এসেছে, যখন ভোটের প্রথম দফার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে পর্যন্তও তারা আসন সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ। এর ফলে অন্তত ১২টি আসনে কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই ও বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, যা বিরোধী জোটের ঐক্যের প্রশ্নে বড়সড় ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মূলত দীর্ঘ আলোচনার পরেও মহাগঠবন্ধনের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সমঝোতা হয়নি। এই পরিস্থিতিকে ঘিরে এনডিএ ও এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাশওয়ান তীব্র কটাক্ষ করেছেন, বলছেন, 'এটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই নয়, এটা সরাসরি বিভাজন — নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ।'

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, আরজেডি এবং কংগ্রেস সরাসরি মুখোমুখি হচ্ছে ছয়টি আসনে বৈশালি, সিকান্দরা, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, নরকাটিয়াগঞ্জ ও ওয়ারসালিগঞ্জ। একইভাবে, বামদল সিপিআই এবং কংগ্রেস চারটি আসনে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে বচ্ছোয়ারা, রাজাপাকর, বিহার শরিফ ও করঘর। আর ভিআইপি ও আরজেডির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা যাবে চেইনপুর ও বাবুবারহি আসনে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, বচ্ছোয়ারা, রাজাপাকর ও বিহার শরিফের মতো আসনগুলোতে ভোট প্রথম দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যেখানে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ এই আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন চূড়ান্ত। এমনকি দ্বিতীয় দফার ভোটেও যদি ২৩ অক্টোবরের মধ্যে কোনও প্রত্যাহার না হয়, তাহলে বাকি আসনগুলোতেও এই 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই' অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই আরও একটি হাই-ভোল্টেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নজর কাড়ছে মহুয়া আসনে, যেখানে আরজেডির প্রার্থী মুকেশ রৌশনের বিরুদ্ধে লড়ছেন লালু প্রসাদের বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদব। একসময় আরজেডির প্রভাবশালী নেতা তেজ প্রতাপ, যিনি বর্তমানে নিজের দল জনশক্তি জনতা দল গঠন করে নির্বাচনে নেমেছেন, এবার নিজের পুরনো দলের বিরুদ্ধেই লড়ছেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের এই নাটকীয় উপাখ্যান মহাগঠবন্ধনের অভ্যন্তরীণ সংকটকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে এলজেপি (রামবিলাস)-র প্রধান চিরাগ পাশওয়ান কটাক্ষ করে বলেন,

# বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার ইকোনমি: সুস্থায়ী উন্নয়নের চাবিকাঠি

বিশ্বজিৎ বৈদ্য
(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক)

একবিংশ শতাব্দীতে টেকসই উন্নয়ন বা Sustainable Development মানব সভ্যতার অন্যতম মৌলিক চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ভোগবাদী অর্থনীতি ও নগরায়নের ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, এবং তার সঙ্গে সমান তালে বাড়ছে বর্জ্যের পরিমাণ। নগরাঞ্চলে প্লাস্টিক, ই-বর্জ্য, মেডিকেল বর্জ্য, কৃষি ও শিল্পবর্জ্যসব মিলিয়ে একটি ভয়াবহ পরিবেশগত সঙ্কটের জন্ম দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার ইকোনমিঅর্থাৎ পুনঃব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন ও সম্পদের পুনর্মূল্যায়নসুস্থায়ী উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক বা প্রযুক্তিগত বিষয় নয়, বরং এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ন্যায়ের প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যেও শহরাঞ্চলের পৌরসভা, গ্রামীণ পঞ্চায়েত ও স্থানীয় সংগঠনগুলির জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আজ একটি বাস্তব চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সার্কুলার ইকোনমির নীতিগুলি প্রয়োগ করে যদি বর্জ্যকে 'সম্পদ' হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তাহলে তা শুধু দূষণ কমাবে না, বরং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management) বলতে বোঝায় বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনঃব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন এবং সঠিকভাবে নিষ্পত্তির মাধ্যমে পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা। আধুনিক সংজ্ঞায় এটি শুধু বর্জ্য অপসারণ নয়, বরং বর্জ্যকে পুনর্মূল্যায়ন ও সম্পদে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ২.২৪ বিলিয়ন টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে মাত্র ৫৫ শতাংশ সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রায় ৬২ মিলিয়ন টন, যার মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ পুনঃচক্রায়িত হয়। শহরাঞ্চলে এই সমস্যাটি আরও প্রকট, যেমন কলকাতা মহানগরীতে প্রতিদিন প্রায় ৫,৫০০ মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়।

বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত সঞ্চয় পরিবেশ দূষণ, জলাশয় দখল, বায়ু দূষণ এবং জনস্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষিজ বর্জ্য ও প্লাস্টিক ফেলার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়, আর শহরাঞ্চলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আগুন ও দুর্গন্ধ নাগরিক জীবনের মান কমিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিকাঠামোগত ঘাটতি এখনো বড় সমস্যা। অন্যদিকে, বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা হলে তা হতে পারে অর্থনৈতিক সম্পদ। যেমন, প্লাস্টিক রিসাইক্লিং শিল্পে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, জৈব বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা যাচ্ছে, আর ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে রেয়ার মেটালের পুনরুদ্ধার সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে 'সার্কুলার ইকোনমি' বা Circular Economy আজ টেকসই উন্নয়ন নীতির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এটি এমন এক অর্থনৈতিক মডেল, যেখানে উৎপাদন ও ভোগের প্রতিটি ধাপে সম্পদ পুনঃব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন এবং বর্জ্যহ্রাসের মাধ্যমে একটি বন্ধ চক্র (closed loop) তৈরি করা হয়। এই ধারণাটি প্রচলিত 'নাও---বানাও—ফেলো' (take-make-dispose) ধারা থেকে একেবারেই ভিন্ন; বরং এটিকে বলা যেতে পারে 'বর্জ্য নেই, কেবল সম্পদের পুনর্জন্ম'।

সার্কুলার ইকোনমির সবচেয়ে বড় শক্তি হলোএটি পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও উৎসাহ দেয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এর তথ্য অনুযায়ী, যদি CE মডেল বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জি.ডি.পি ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে, NITI Aayog (২০২২) রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সার্কুলার ইকোনমি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর প্রায় ৭,০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে এবং GDP-এর প্রায় ১.৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, রাজ্যের বর্জ্যভিত্তিক বায়োগ্যাস প্রকল্প, ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং ক্লাস্টার এবং প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার ইউনিটগুলি স্থানীয় অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত খুলছে। উদাহরণস্বরূপ, হাওড়া ও দমদমে বর্জ্যভিত্তিক শক্তি উৎপাদনের ছোট প্রকল্পগুলি এখন স্থানীয় প্রশাসনের নজর কাড়ছে। সার্কুলার ইকোনমি পরিবেশের ওপর সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এটি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে; জল ও জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ায়; এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে CE নীতি প্রয়োগের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও 'Swachh Bharat Mission' ও 'Waste to Wealth প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বর্জ্য থেকে শক্তি, সার, এমনকি নির্মাণ সামগ্রী তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সার্কুলার ইকোনমি কেবল শিল্প ও নীতি পর্যায়ে সীমিত নয়এটি জনসচেতনতা ও স্থানীয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গে অনেক পৌরসভা, যেমনচন্দননগর, বর্ধমান ও বহরমপুরএখন 'Segregate at Source' নীতি অনুসরণ করছে, যেখানে নাগরিকরা নিজেরাই বর্জ্য আলাদা করে রাখছেন। এই ধরনের উদ্যোগে স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যেমন তারা প্লাস্টিক ও জৈববর্জ্য আলাদা করে বিক্রি করে স্বনির্ভরতার পথে হাঁটছে।

ভারত সরকার ২০২১ সালে 'National Circular Economy Framework' ঘোষণা করেছে, যার অধীনে ১১টি সেক্টরে (যেমন প্লাস্টিক, ই-বর্জ্য, কৃষি, নির্মাণ ইত্যাদি) সার্কুলার নীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'Solid Waste Management Policy ২০২২'---এর মাধ্যমে জোর দিয়েছে ঘরোয়া পর্যায়ে বর্জ্য আলাদা করা, জৈববর্জ্য থেকে কম্পোস্ট তৈরি, এবং পুনঃচক্রায়নযোগ্য উপকরণ পুনর্ব্যবহার। এছাড়া, কলকাতা ও নিউ টাউন এলাকায় Material Recovery Facility স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সংগৃহীত বর্জ্য শ্রেণিবিন্যাস ও পুনঃচক্রায়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

ভারত সরকার গত এক দশকে একাধিক জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার ইকোনমিকে একত্রে এগিয়ে নিচ্ছে। যেমন Swachh Bharat Mission ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই মিশনের লক্ষ্য কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং বর্জ্য থেকে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে Waste to Wealth মডেল প্রতিষ্ঠা করা। ভারতের ৪,০০০-এরও বেশি শহরে এখন বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। Waste to Energy Program দেশের ১০০-রও বেশি শহরে বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যা বছরে প্রায় ৫৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। Extended Producer Responsibility নীতি প্লাস্টিক ও ই-বর্জ্য উৎপাদকদের নিজেদের বর্জ্য পুনঃচক্রায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। Circular Economy Mission NITI Aayog ২০২১ সালে ১১টি খাতে CE বাস্তবায়নের রোডম্যাপ প্রকাশ করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিলপ্লাস্টিক, কৃষি, নির্মাণ, ও ই-বর্জ্য। এইসব উদ্যোগের ফলে ভারতীয় শহরগুলিতে ধীরে ধীরে 'লিনিয়ার' মডেল থেকে 'সার্কুলার' অর্থনীতির দিকে রূপান্তর শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগে অগ্রগামী। বিশেষত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনঃব্যবহার প্রকল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো কোলকাতা পৌর কর্পোরেশন (KMC) প্রতিদিন প্রায় ৫,৫০০ মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হলেও এর একটি অংশ এখন MRF (Material Recovery Facility)-এর মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস ও পুনঃব্যবহার করা হচ্ছে। Dhapa landfill site এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে এখন আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে। নিউ টাউন, কলকাতা 'Zero Waste Township' নীতি অনুসারে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে চত্রষ্ঠও ঙ্গন চথন্স্থত্র আলাদা করা হয়। সেখানে সংগৃহীত জৈববর্জ্য থেকে কম্পোস্ট সার উৎপাদন করা হচ্ছে, যা স্থানীয় উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ উদ্যোগ বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট তৈরির জন্য Self Help Groups পরিচালিত 'Green Village Programme' চলছে। এসব প্রকল্পে স্থানীয় মহিলারা সরাসরি যুক্ত, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। হাওড়া ও হুগলি জেলার রিসাইক্লিং ক্লাস্টার শিল্পবর্জ্য ও প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়নের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি গড়ে উঠেছে, যা একদিকে দূষণ কমাচ্ছে, অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করছে। এই সব উদাহরণ দেখায় যে, স্থানীয় পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার ইকোনমি একত্রে প্রয়োগ করা হলে তা কেবল পরিবেশ নয়, সমাজ ও অর্থনীতিকেও টেকসই পথে পরিচালিত করে। সার্কুলার ইকোনমি সফল করার জন্য শুধু নীতি নয়, জনগণের সচেতনতাও অপরিহার্য। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এন.জি.ও-দের সক্রিয় ভূমিকা এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা, আসানসোল ও শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুলে এখন 'Waste Segregation Drive' চালু হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বর্জ্য আলাদা করে পুনঃচক্রায়নযোগ্য জিনিস জমা দেয়। গ্রামীণ এলাকাতেও এন.জি.ও ও স্থানীয় পঞ্চায়েত মিলিতভাবে সচেতনতা ক্যাম্পের আয়োজন করছে, যেমন'বর্জ্য নয়, সম্পদ' কর্মসূচি, যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর সমর্থন করছে। যদিও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার ইকোনমির যৌথ প্রয়োগে অগ্রগতি হচ্ছে, তবুও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছেপর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও অর্থায়নের অভাব, বর্জ্য পৃথকীকরণে নাগরিক উদাসীনতা, এবং নীতিগত সমন্বয়ের ঘাটতি। তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। World Bank (২০২৩)—এর মতে, ভারত যদি CE নীতি পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করতে পারে, তবে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের বর্জ্য উৎপাদন ৫০ু পর্যন্ত কমানো সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গেও বর্জ্যভিত্তিক শক্তি উৎপাদন, সবুজ শিল্প (green industry) ও পুনঃচক্রায়ন ইউনিটের বিকাশ রাজ্যের টেকসই অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত খুলবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার ইকোনমিএই দুই ধারণা আসলে একই লক্ষ্যকে নির্দেশ করে: মানুষ, পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে সুষম সম্পর্ক স্থাপন। যেখানে বর্জ্য আর দূষণের প্রতীক নয়, বরং নতুন সম্পদ সৃষ্টির উৎস। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের নীতি, সামাজিক উদ্যোগ ও স্থানীয় প্রচেষ্টার সম্মিলিত প্রয়াসই এই মডেলকে সফল করতে পারে। অতএব, বলা যায় 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার ইকোনমি শুধু পরিবেশরক্ষার উপায় নয়, এটি আসলে সুস্থায়ী উন্নয়নের চাবিকাঠি।'

# পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শেষ যুদ্ধ

অমিতাভ ভট্টশালী

কলকাতা থেকে যে প্রধান জাতীয় মহাসড়ক এনএইচ ১২ উত্তরবঙ্গের দিকে চলে গেছে, তারই ওপরে পলাশী। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া আর মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে। দিন কয়েক আগে সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে লেখার জন্য যখন রওনা হয়েছিলাম মুর্শিদাবাদের দিকে, তখনও আমার মনে পলাশীর প্রান্তরের প্রায় ১৮ বছরের পুরনো একটা ছবি গেঁথে ছিল, পলাশীর যুদ্ধের আড়াইশো বছর উপলক্ষে যখন সেখানে গিয়েছিলাম। এতবছর পরে জায়গাটা অনেকটাই বদলিয়েছে — বহিরঙ্গে।

এত বছর পরে আবারও যখন ওই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, তখন সূর্য প্রায় ডোবে ডোবে। আমার পেছনে একটা স্মৃতিসৌধ, স্থানীয় মানুষদের মুখে যেটা "তিন গম্বুজ"। ওই "তিন গম্বুজ" হলো আসলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তিন সেনাপতি — মীর মদন, বাহাদুর আলি খান আর নুয়ে সিং হাজারির স্মৃতিস্তম্ভ। এরা তিনজনেই ২৬৮ বছর আগে ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ওই প্রান্তরেই।

স্মৃতিস্তম্ভগুলো অবশ্য নির্মিত হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালে। ওই পড়ন্ত আলোয় বলে উঠতে ইচ্ছা করছিল কাজী নজরুল ইসলামের "কাণ্ডারি হুঁশিয়ার" কবিতার ওই কয়েকটা ছত্র: 'কাণ্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর, বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর! ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।' পলাশীর প্রান্তর: ১৭৫৭ থেকে ২০২৫ গঙ্গা নদী, যা এই অঞ্চলে ভাগীরথী, সেটা অবশ্য ১৭৫৭-র পর থেকে গত আড়াইশো বছরে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেছে। এখন আর পলাশীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নদী দেখা যায় না। ঠিক কোথায় ছিল পলাশীর সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ আমবাগান, তা-ও আজ আর বোঝার উপায় নেই।

পলাশীর যুদ্ধাঙ্গনের একটিই স্বীকৃত মানচিত্র পাওয়া যায় আইরিশ সৈনিক স্যার এয়রে কোতের জীবনীতে। তিনি রবার্ট ক্লাইভের বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। যুদ্ধের বহু পরে, ১৯২২ সালে প্রকাশিত তার জীবনীতে এই মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের লালবাগ কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক সুব্রত বিশ্বাস সেই মানচিত্রটিকে ভিত্তি হিসাবে ধরে গুগল আর্থের মাধ্যমে একটি সাম্প্রতিকতম ম্যাপ তৈরি করে দিয়েছেন বিবিসি বাংলাকে। নিচে সেই ম্যাপটি দেওয়া হলো। এতে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাইভের বাহিনী আর নবাবের বাহিনী কে কোথায় অবস্থান নিয়েছিলো। আবার এ-ও দেখা যাচ্ছে, এখনকার নদীর অবস্থান আগে কোথায় ছিল। সিরাজের বাহিনীতে কত সৈন্য ছিল? এয়রে কোতের মানচিত্র দেখেই বোঝা যায় যে নবাবের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ক্লাইভের থেকে অনেক গুণ বেশি ছিল। নানা বইতে লেখা পাওয়া যায় যে সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীতে ছিল প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য। "পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ" বইটির লেখক ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রজতকান্ত রায় বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন যে নবাবের বাহিনীতে কখনোই অত সৈন্য ছিল না। সেনাবাহিনীর সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। তার কথায়, 'মীর জাফরের আর রায় দুর্লভের সৈন্য ছিল তিন হাজার ঘোড়া আর খাস রিসালদার, সেনাপতি — মীর মদন উপস্থিত ছিলেন ১০ হাজার ঘোড়া নিয়ে। মোট ১৩ হাজার সৈন্য।' 'এদের মধ্যে মীর মদন যুদ্ধ করলেন। মীর জাফর এবং রায় দুর্লভ দাঁড়িয়ে দেখলেন — কিছু করলেন না। মীরজাফর এবং রায় দুর্লভ দুজনেই যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে লড়াই করলেন না। কারও পক্ষেই লড়াই করলেন না। তিনি (মীর জাফর) কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যাবেন না এবং তিনি হাত ওঠাননি,' বলছিলেন অধ্যাপক রজতকান্ত রায়। মুর্শিদাবাদ শহরে ঢোকার একটু আগে মতিঝিলে এখন রাজ্য সরকারের বেশ কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত পর্যটন কেন্দ্র, বিনোদন পার্ক। আদতে ঘসেটি বেগমের বাস করার জন্য নির্মিত সাং-ই দালানের কিছু ধ্বংসাবশেষ অবশ্য এখনো দেখা যায় সেখানে। কিন্তু এখন যে পর্যটকরা ওই বিনোদন পার্কে যান, তাদের অনেকে হয়ত কল্পনাও করতে পারবেন না যে ২৬৮ বছর আগে, একটা বর্ষা-সমাগতপ্রায় সময়ের সকালে সেখানে কী চলছিল। তবে আন্দাজ করাই যায় ১৭৫৭ সালের ২১শে জুন, মঙ্গলবার এখানে কী চলেছিল। নিশ্চয়ই চূড়ান্ত ব্যস্ততা ছিল সেদিন এখানে।

হাজার হাজার পাইক- বরকন্দাজ-সিপাহি প্রস্তুত — হাতি, ঘোড়া বা উটের পিঠে চেপে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি তারা.. সঙ্গে রয়েছে বিরাট পদাতিক বাহিনী। সবার সামনে হাতির পিঠে চেপে বসেছেন মাত্রই বছর দেড়েক আগে বাংলার মসনদে আসীন হয়েছেন যে তরুণ, সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা। বাহিনীতে ছিলেন মীর জাফরও। মীর জাফরকে যুদ্ধে আনতে অবশ্য বেগ পেতে হয়েছিল নবাব সিরাজকে। ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন যে মীর জাফর সিরাজের হয়ে যুদ্ধে যেতে রাজি ছিলেন না। ততদিনে নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে গেছেন তিনি। তবে স্বয়ং নবাব যখন তাকে বলেন যে মীর জাফরকে যুদ্ধ করতে হবে না, শুধু উপস্থিত থাকলেই হবে এবং এই কথাটা কুরআনে হাত রেখে শপথ করেছিলেন মীর জাফর। ততদিনে কলকাতা থেকে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী মুর্শিদাবাদের দিকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। দুদিন পরে, ২৩শে জুন, ১৭৫৭ দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো পলাশীর প্রান্তরে।

কেন বাঁধল যুদ্ধ? সংঘাতের প্রেক্ষিতটা তৈরি হচ্ছিল কয়েক দশক ধরেই। অধ্যাপক রজত কান্ত রায় তার বইতে লিখেছেন, 'পলাশীর যুদ্ধের চল্লিশ বছর আগে থাকতে মনসবদার, জমিদার, সওদাগর ইত্যাদি যে সকল কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে উঠেছিল, তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানিগুলিকেও ধরতে হবে। বিশেষ করে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ দরবারে উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল।' 'নবাব আলিবর্দি খান এই সব কায়েমী স্বার্থগুলিকে স্বীয় প্রতিভাবলে বশে রাখতে পেরেছিলেন এবং বর্গিদের হঠাতে এই সব প্রভাবশালী শক্তির সহযোগিতা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নাতি সিরাজউদ্দৌলা অধৈর্য তরুণ। নবাব হয়ে তিনি ঐসব কায়েমী স্বার্থগুলির উপর নিজের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে তৈরি হলেন,' লিখেছেন রজত কান্ত রায়। পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক রায়ের মতে 'নতুন নবাবের গণনায় ভুল হলো'। কিন্তু তারপরে তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে ব্রিটিশ বাহিনী আসে কলকাতা পুনর্দখল করতে। রজতকান্ত রায় বলছেন, 'মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু কোম্পানির বাহিনী নয়, এটা রয়্যাল আর্মি।' নিজের বইতে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম বার নবাব তাদের অনায়াসে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার ইতিহাসের অদৃষ্টপূর্ব চক্র আবর্তনে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সপ্ত বর্ষের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের রাজার নৌবহর ও ফৌজ মাদ্রাজে এসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মদত করতে হাজির ছিল।' মীর জাফর-মুর্শিদাবাদেরই জিয়াগঞ্জ শ্রীপথ সিংহ কলেজে ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিষাণ কুমার গুপ্ত বলছিলেন যে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ, মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং অ-মার্কসীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে পলাশী যুদ্ধের বিশ্লেষণ নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে।

তার কথায়, মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং কয়েকজন অ-মার্কসীয় ইতিহাসবিদ বিশ্লেষণ করছেন যে পলাশীর যুদ্ধটা ছিল "কালমিনেশন অফ ইভেন্টস"।' বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, 'পলাশীর যুদ্ধ কী আটকানো যেত? এটা হতই। ইট ওয়াজ দ্য কালমিনেশন অফ ইভেন্টস।' 'আওরঙজেবের রাজত্বকাল থেকে যে সংকটটা শুরু হয়েছিল। শেষকালে জায়গিরদারি ব্যবস্থা বা মনসবদারি ব্যবস্থাটা এত তীব্র হলো তার ফলে কৃষি সংকটটা আরও তীব্র হয়ে চারিদিকে বিদ্রোহ হচ্ছে অতিরিক্ত করের বোঝার বিরুদ্ধে। এটা হিন্দু কৃষকদের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়।' 'এবং ইংরেজরা ফিল্ড স্টাডি করে এটা বুঝতে পেরেছিল এবং তারা সার্চ করতে শুরু করেছিল কীভাবে ঢোকা যায় এবং তারা জানতে পারল যে নেটিভ যারা ফিউডাল লর্ডস তারাই তো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে — অতএব তাদেরকে মদত দাও,' বলেন তিনি। সিরাজের বিরুদ্ধে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম মানুষ জানেন, তিনি হলেন মীর জাফর। ওই যুদ্ধের পর থেকেই বাংলা ভাষায় বিশ্বাসঘাতকতার আরেক নাম হয়ে গেছে মীর জাফর। তাদের সঙ্গে আরও অনেকের মধ্যেই ছিলেন জগৎ শেঠদের মতো ধনকুবের আর কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মতো সামন্ত-প্রভুরাও। 'নিশ্চিতভাবেই মীর জাফর "বিশ্বাসঘাতকতা" করেছিলেন, ' বলছিলেন অধ্যাপক গুপ্ত। তবে মীর জাফরের বংশধরেরা যদিও মানতে চান না যে তিনি সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ অন্য সময়ে। ওই দিনই বদলে যায় ভারতের ইতিহাস পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী টের পেয়ে ২৩শে জুনই নিজের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে উটের পিঠে চেপে রওনা হয়ে যান নবাব সিরাজউদ্দৌলা। হাজির হন গঙ্গার পশ্চিম তীরে তার নিজের শখের প্রাসাদ হীরা ঝিলে। হীরা ঝিলের সেই প্রাসাদ আজ আর নেই। বেশিরভাগটাই গঙ্গায় তলিয়ে গেছে, কিছুটা অংশ মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। "নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি সুরক্ষা ট্রাস্ট" সেই প্রাসাদ পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, নানা সরকারের কাছে আবেদন করছে। ওই ট্রাস্টের সভাপতি সমর্পিতা দত্ত বিবিসিকে বলছিলেন, 'যখন পলাশীর, মানে ২৩ তারিখ হয়ে গেল, তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, হীরা ঝিলেই কিন্তু ফিরে এসেছিলেন। তখন তার মনে হলো যে মুর্শিদাবাদ থেকে আমি বেরিয়ে গিয়ে রাজমহলের দিকে যাব, গিয়ে আমি তারপর ফরাসিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসব। হীরা ঝিল থেকেই সেদিন লাস্ট বেরিয়ে গিয়েছিলেন — ২৪ তারিখ রাতে।' পথেই তিনি ধরা পড়ে যান, তাকে ফিরিয়ে আনা হয় মুর্শিদাবাদে। এবার আর হীরা ঝিলের প্রাসাদে নয়, তাকে বন্দি করা হলো মীর জাফরের প্রাসাদে। কয়েকদিন বন্দি থাকার পরে তাকে হত্যা করা হয় দোসরা ও তেসরা জুলাই মধ্যরাতে। লালবাগ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ফারুক আবদুল্লা বলছিলেন, 'তার দেহকে বহু খণ্ডে টুকরো টুকরো করা হয় এবং তার আগে তাকে অত্যাচারও করা হয়। তার দেহকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং সেই দেহখণ্ডগুলো বস্তায় ভরে হাতির পিঠে চড়িয়ে গোটা মুর্শিদাবাদ শহর ঘোরানো হয়েছিল।' সিরাজউদ্দৌলার দেহখণ্ডগুলো এরপরে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গার পশ্চিম তীরে — খোসবাগে, তার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন সারা ভারত কৃষকসভার সভাপতি পবিত্র কর।

## বিজেপি নেতা পিতাবাস পান্ডা হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার প্রাক্তন বিধায়ক বিক্রম পান্ডা, ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ

বরহামপুর, ২২ অক্টোবর ওড়িশার গঞ্জাম জেলার প্রাক্তন বিধায়ক এবং বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর জেলা সভাপতি বিক্রম পান্ডাকে বিজেপি নেতা ও আইনজীবী পিতাবাস পান্ডা হত্যাকাণ্ডের মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার রাতে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিকভাবে তাঁকে আটক করা হয়েছিল, পরে সাত জন অন্য অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন বিজেডি কর্পোরেটর মালয় বিশোই, প্রাক্তন মেয়র শিব শঙ্কর দাস (পিন্টু), বিজেডি নেতা মদন দলাই এবং দু'জন শার্পশুটার চিন্টু প্রধান ও জাগি রাউত।

বুধবার এই আটজন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে, আদালত তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে বেরহামপুর এসপি সরবন বিবেক এম জানান, "পিতাবাস পান্ডার হত্যা ছিল রাজনৈতিক বিরোধ, ব্যক্তিগত শত্রুতা এবং আর্থিক ক্ষতির ফল।"

এসপি আরও জানান, ৫০ লক্ষ টাকার চুক্তিতে পিতাবাস পান্ডাকে খুন করা হয়, যার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা সরাসরি শুটারকে প্রদান করা হয়েছিল।

পুলিশ দাবি করেছে, বিক্রম পান্ডা এই হত্যার মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্রটিও উদ্ধার করা হয়েছে। বিক্রম পান্ডার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাঁর সমর্থকরা আদালত ত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড় সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

## কেরালা, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় তিন সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত শুরু করেছে এনএইচআরসি

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর ।। ৩০শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কেরালা ও মণিপুরে এবং ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ত্রিপুরায় তিনজন সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত করেছে ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)।

তিনটি ঘটনায় কমিশন তিন রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশককে উদ্দেশ্য করে নোটিশ জারি করেছে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরার হেজামারা এলাকায় একটি রাজনৈতিক দল আয়োজিত পোশাক বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। ওই সাংবাদিকের মোটরসাইকেলও চুরি হয়ে গেছে।

মণিপুরের সেনাপতি জেলার লাই গ্রামে একটি ফুল উৎসবের খবর সংগ্রহ করার সময় ওই সাংবাদিকের উপর হামলা চালানো হয়। তাকে দু'বার এয়ারগান দিয়ে গুলি করা হয়, যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন।

কেরালায়, সাংবাদিক থৌড়ুপুঝার কাছে মঙ্গাত্তুকওয়ালায় পৌঁছানোর সময় একদল লোক তাকে লাঞ্ছিত করে।

তিনি একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। জানা গেছে, তিনটি ঘটনাতেই আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং পুলিশ মামলা দায়ের করেছে।

## ভারত ফের ফিরল কাবুলে: তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে পূর্ণ দূতাবাস চালু করে কূটনৈতিক জমি ফের দখলের পথে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর: তালিবান সরকারের অধীনে আফগানিস্তানে প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পর ফের কাবুলে পূর্ণ মাত্রার কূটনৈতিক মিশন চালু করল ভারত। কাবুলে ভারতের চার্জ দ্য'অ্যাফেয়ার্স হিসেবে নিযুক্ত হলেন সিনিয়র আইএফএস অফিসার করণ যাদব। এই নিয়োগ কেবল প্রতীকী নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন কূটনৈতিক ব্যুৎপত্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত সরকারের শীর্ষ সূত্র অনুযায়ী, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য কাবুলে ক্রমবর্ধমান চিনা এবং পাকিস্তানি প্রভাবের মোকাবিলা করা। করণ যাদব ইতিমধ্যেই গত ১৮ মাস ধরে কাবুলে ভারতের 'টেকনিক্যাল মিশন'-এর নেতৃত্বে ছিলেন। সূত্রের খবর, বর্তমানে ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত ১০-১২ জন আধিকারিক এবং কর্মী রয়েছেন। নিরাপত্তার জন্য ৫০-৬০ জন আইটিবিপি (ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ) জওয়ান মোতায়েন করা হবে।

এই পুনরায় উপস্থিতি কোনও অবস্থাতেই তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিচ্ছে না, বরং এক প্রকার বাস্তববাদী কূটনৈতিক অবস্থান বলেই দেখা হচ্ছে। বিশ্ব মঞ্চে বহু দেশ যেমন রাশিয়া, ইরান কিংবা চীন তালিবান সরকারের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক রেখেছে, ভারতও সেই পথে হাঁটছেনিজস্ব স্বার্থ রক্ষায়।

দূতাবাসের পূর্ণ কার্যকারিতার ফলে তালিবান ছাড়াও টিটিপি (তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান), এলইটি (লস্কর-ই-তৈয়বা) এবং আইএসকেপি (ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রদেশ)-এর মতো সংগঠনগুলির উপর সরাসরি নজরদারি রাখা সম্ভব হবে। এর ফলে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে মাটির কাছাকাছি গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া সহজতর হবে।

ভারতের আফগানিস্তানে বিনিয়োগের পরিমাণ ইতিমধ্যেই ২২,০০০ কোটি ছাড়িয়েছে। সালমা বাঁধ (ভারত-আফগান মৈত্রী বাঁধ), আফগান পার্লামেন্ট ভবন, বহু স্কুল, হাসপাতাল ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসব মিলিয়ে এই বিনিয়োগের সরাসরি তদারকি কেবল কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, কূটনৈতিক পুনরায় সক্রিয়তারও প্রতীক।

চাবাহার বন্দর ও সেই পথ ধরে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগস্থাপনেও আফগানিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনের ভূমিকা নেয়।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও কাবুলে উপস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তারা "প্যাসিভ অবজারভার" হয়ে থাকবে না। দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় কৌশলগত প্রভাব বিস্তারে কাবুল একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ, যেখানে দিল্লি তার ঐতিহ্যগত 'বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী'-র ভূমিকা আবারও জোরালোভাবে তুলে ধরছে।

## আসাম শিক্ষা বোর্ড ঘোষণা করল ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষার সময়সূচি

### *২২ অক্টোবর থেকে শুরু অনলাইন ফর্ম পূরণ*

গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর : আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড, যা পূর্বে এএইচএসইসি নামে পরিচিত ছিল, ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষা আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনলাইন ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া ২২ অক্টোবর ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৫ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। বোর্ড স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, শুধুমাত্র অফিসিয়াল অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেই আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে; কোনো অবস্থাতেই অফলাইন ফর্ম জমা নেওয়া হবে না।

বোর্ডের ১৩ অক্টোবর জারিকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিভাগ-২-এর আওতাধীন সমস্ত জুনিয়র কলেজ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে কোনো যোগ্য ছাত্রছাত্রী এই অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া থেকে বাদ না পড়ে। বোর্ড জানিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর রেজিস্ট্রেশনের সাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে, তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্ম পূরণ না করলে তারা এইচএস ফাইনাল ২০২৬-এ বসার সুযোগ হারাবে। এছাড়া শুধুমাত্র স্বীকৃত ও অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাই নিয়মিত প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন। অস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা স্বীকৃতি হারানো প্রতিষ্ঠানে পড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক বেসরকারি (আইপি) ক্যাটাগরিতে গণ্য করা হবে এবং তাদের অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।

২০২২ সালের ৭ নভেম্বরের সরকারি বিজ্ঞপ্তি (নং ক্ক-২৩৮০৭৪/৪৭১) অনুযায়ী, যেসব সরকারি, প্রাদেশীকরণপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত ভেঞ্চার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতার বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার কম, তারা পরীক্ষার ফি থেকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি পাবেন। বোর্ড আরও জানিয়েছে, যারা উন্নতি, পুনরায় উপস্থিতি, বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, কম্পার্টমেন্টাল এবং সার্টেন সাবজেক্ট ক্যাটাগরির প্রার্থী, তারাও এই পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। উন্নতি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ চারটি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি থাকবে, এবং বাকি বিষয়ে পূর্বের নম্বর বহাল থাকবে। পরীক্ষার পরে নতুন একটি সম্মিলিত মার্কশিট ইস্যু করা হবে, তবে তার জন্য পুরনো মার্কশিট বোর্ডে জমা দিতে হবে। বোর্ড স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ফর্ম পূরণের পর কোনোভাবেই বিষয় বা স্কিম পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে না। এএসএসইবি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করেছে যাতে তারা অনলাইন ফর্ম পূরণের কাজ সঠিকভাবে তদারকি করে। বোর্ড সতর্ক করে জানিয়েছে, যদি কোনো যোগ্য ছাত্রছাত্রী আবেদন থেকে বাদ পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় বা কলেজের প্রধানকে দায়ী করা হবে। পরীক্ষার পূর্বে যেন ফর্ম পূরণ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার গাফিলতি না হয়, সে বিষয়ে বিদ্যালয়গুলিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড।

## "বিশেষ অভিযান ৫.০"-এর পর্যালোচনায় পিআইবি'র আগরতলা কার্যালয় পরিদর্শন করলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারী

আগরতলা, ২২ অক্টোবর, ২০২৫: ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারী মিহির কুমার ঝা আজ "বিশেষ অভিযান ৫.০" কর্মসূচী পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো- এর রাজ্য কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি আজ আকাশবাণী আগরতলা, দূরদর্শন কেন্দ্র, ত্রিপুরা এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন-এর বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তার সফর উপলক্ষে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর উদ্যোগে এ.ডি. নগরস্থিত দূরদর্শন কমপ্লেক্স অফিস প্রাঙ্গণে "এক পেড় মা কে নাম" শীর্ষক একটি বিশেষ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝা দুটি আগর বৃক্ষ রোপণ করেন, যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে পিআইবি, সিবিসি এবং দূরদর্শন কেন্দ্রের আধিকারিকগণ ও সকল কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

## নীরজ চোপড়া টেরিটোরিয়াল আর্মিতে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট কর্নেল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাতে সম্মাননা

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর ভারতের জ্যাভলিন তারকা ও দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী নীরজ চোপড়াকে ভারতীয় সেনার টেরিটোরিয়াল আর্মিতে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট কর্নেলের পদ প্রদান করা হয়েছে। বুধবার নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তার হাতে এই সম্মান তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, "লেফটেন্যান্ট কর্নেল (সম্মানসূচক) নীরজ চোপড়া দেশপ্রেম, অধ্যবসায় ও উৎকর্ষতার প্রতীক। মাঠে যে শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন, তা সেনাবাহিনীর আদর্শের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনি নতুন প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।"

নীরজ চোপড়ার সেনাজীবনের সূচনা হয় ২০১৬ সালে, যখন তিনি ভারতীয় সেনার রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত হন। হরিয়ানার পানিপথ জেলার খান্দ্রা গ্রামের বাসিন্দা নীরজ ১৯৯৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার ক্রীড়াজগতের অসাধারণ সাফল্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও গর্বিত করেছে। নীরজ ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে ভারতের প্রথম ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড সোনা জয় করেন। এরপর ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে রুপা ও ২০২৩ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় করেন। এছাড়াও তিনি এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস ও ডায়মন্ড লিগেও বহুবার সোনার পদক জিতেছেন।

সম্প্রতি ২০২৫ সালে, নীরজ ৯০.২৩ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়ে ভারতের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছেন।

নীরজ চোপড়ার অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৬ এপ্রিল ২০২৫-এ তাঁকে টেরিটোরিয়াল আর্মিতে সম্মানসূচক কমিশন প্রদান করেন। এর আগেও তিনি পদ্মশ্রী, মেজর ধ্যানচন্দ খেল রত্ন, অর্জুন পুরস্কার, পরম বিশিষ্ট সেবা পদক ও বিশিষ্ট সেবা পদকে ভূষিত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী এবং টেরিটোরিয়াল আর্মি ও সেনার অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

## আসামের নগাঁওয়ে চার সন্দেহভাজন সাইবার অপরাধী গ্রেফতার, উদ্ধার বহু এটিএম কার্ড

নগাঁও, ২২ অক্টোবর: সাইবার ও আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে আসামের নগাঁও জেলার কচুয়া এলাকায় চার সন্দেহভাজন সাইবার অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযানে তাদের কাছ থেকে একাধিক এটিএম কার্ডসহ নানা সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (২১ অক্টোবর) নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বারঘাট বাইপাস এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। যদিও এই খবর বুধবার (২২ অক্টোবর) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। নগাঁও পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, "গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে সাইবার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই এবং অপহরণের চেষ্টার মতো একাধিক অপরাধে জড়িত ছিল। তারা আমাদের নজরদারির তালিকায়

**WALK-IN-INTERVIEW**

Applications are invited in plain paper for Walk-In-Interview for the engagement of Guest/Visiting Lecturers in the following subjects:

1) Political Science, 2) Education, 3) History, 4) English, 5) Bengali, 6) Kokborok, 7) Physical Education, 8) Philosophy, 9) DTP, 10) Mushroom Cultivation, 11) NSS

The Candidates willing to attend the said Walk-In-Interview are requested to bring their Original Certificates and submit Photocopies of the same on 31/10/2025 at the Office of the Principal, Government Degree College Gandacherra, Gonda Twisa, Dhalai Tripura at 10:30 AM sharp.

**Qualification:**

1) At least 55% Marks in Master Degree in concern subject (50% in case of SC/ST/PH). 2) For Mushroom Cultivation, M. Sc in Life Science/ Agriculture with 55% marks (50% in case of SC/ST/PH) (Certificate/Diploma in Mushroom Cultivation will be preferred). 3) For NSS, Master Degree in any subject with 55% marks (50% in case of SC/ST/PH) with NSS Special Camp certificate in College/University level. 4) For DTP, M.Tech/M.E/MCA/M.Sc in Computer Science/ Master Degree in any subject with 55% Marks (50% in case of SC/ST/PH) with Diploma in Computer Application. 5) Preference will be given to NET/SLET/SET/Ph.D holder in concerned subject.

**Terms and Conditions:**

1. Allotment of Classes and Payment of the Honorarium will be made as per Guidelines/Norms of the State Government.
2. All the Appointment are on Temporary Basis.
3. Rs. 500/-(Rupees five hundred) only will be provide as Honorarium for each Class.

N.B.: No Provision for TA/DA.

ICA/ D/1197/25 (12x2)

**Principal-In-Charge**
**In-Charge**
**Govt. Degreadache andacherra**
**Ganda-Twisa Tripura,**

**NIT No.:-e-PT-I/EE/RDSD/ 2025-26 DATED21/10/2025**

The Executive Engineer, RD Store Division Agartala, West Tripura invites e-tender (Two Bid) from eligible bidders upto 04/11/2025(3.00 PM) for "Procurement of ISI marked (IS:14246) pre-painted galvanized sheet) For details, visit website https://tripuratenders.gov.in including supply of pre-painted plain formed ridge of same quality and material (Zinc coating -120 GSM, profile of sheet -Tiled, thickness (TCT)-0.40mm, quantity -450 MT. ICA/C/ 2679/25

**Executive Engineer RD Store Division Agartala**

**MEMORANDUM**

The Request for proposal (RFP) vide No.F.5(90)RD/TRLM/2023/11210 dated 13/11/2024 for hiring of Agency for supply of fishery kits for TRLM is hereby stand cancelled due to unavoidable circumstances.

ICA/C/2672/25

**Chief Executive Officer Tripura Rural Livelihood Mission**

## জাতীয় সড়ক-১০ বন্ধ থাকার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সিকিম সরকার, পর্যটন ও জনজীবন ব্যাহত

গ্যাংটক, ২২ অক্টোবর: ক্রমাগত বন্ধ ও মেরামতির কারণে সিকিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ জাতীয় সড়ক-১০-এর অচলাবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিকিম সরকার। এই সড়কটি রাজ্যকে বাকি ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার একমাত্র লাইফলাইন হওয়ায়, এর বারবার বন্ধ হয়ে পড়া পর্যটন শিল্প এবং স্থানীয় জনসাধারণের যাতায়াতর উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে চলতি পর্যটন মরসুমে।

এই প্রসঙ্গে সিকিম সরকারের পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সি.এস. রাও একটি পত্র পাঠিয়েছেন ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড -এর জেনারেল ম্যানেজার সম্রাট সান্যাল-কে। পত্রে রাও উল্লেখ করেন, গত এক বছরে জাতীয় সড়ক-১০-এ অবিরাম এবং দীর্ঘস্থায়ী রোড ব্লক বা সড়ক বন্ধ থাকার ঘটনায় ক্রমবর্ধমান সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তিনি জানান, "আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, জাতীয় সড়ক-১০-এ সড়ক বন্ধ বা প্রতিবন্ধকতার হার ও সময়কাল দুটোই বেড়ে গেছে।

অধিকাংশ সময় এই বন্ধের কোনো পূর্বঘোষণা থাকে না, এমনকি ছোটখাটো সংস্কার কাজের জন্যেও পুরো রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, যা পর্যটক ও সাধারণ মানুষের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক হয়ে উঠছে।"

সিকিম সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, জাতীয় সড়ক-১০ রাজ্যের অর্থনৈতিক, পর্যটন ও সরবরাহ ব্যবস্থার মূল শিরা, এবং এই সড়কের অবিরত কার্যকারিতা অত্যন্ত জরুরি। পর্যটন হল রাজ্যের অন্যতম প্রধান রাজস্ব উৎস, যা এই জাতীয় সড়কের উপরই নির্ভরশীল। সড়কটি বন্ধ থাকায় হোটেল, পরিবহন, গাইড, এবং স্থানীয় ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার ফলে রাজ্য অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

সরকার এনএইচআইডি-কে অনুরোধ করেছে যাতে তারা অপ্রয়োজনীয় সড়ক বন্ধ এড়িয়ে চলে, সমন্বয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে, এবং সংস্কার কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে যেন ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায়।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## পোষা প্রাণী ঘরে থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কি বাড়ে?

ডেভিড কক্স

পোষা প্রাণীর উপস্থিতি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এটা অ্যালার্জি, একজিমা বা চুলকানি এবং এমনকি থাইরয়েড সংক্রান্ত রোগ, টাইপ ওয়ান ডায়বেটিসের মতো অটোইমিউনো ডিজিজের ঝুঁকিও কমিয়ে দিতে পারে বলে গবেষকরা দাবি করছেন।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে আমিশ সম্প্রদায়ের মতো সম্প্রদায়ের কথাও উল্লেখ করা দরকার। অষ্টাদশ শতকে মধ্য ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় চলে আসা আমিশরা তাদের অনন্য জীবনযাত্রার জন্য আজও পরিচিত। এই স্পম্প্রদায়ের মানুষ ঐতিহ্যবাহীভাবে সাদামাটা জীবন যাপন করেন। তারা দুধ উৎপাদনের জন্য গবাদি পশুর লালন-পালন করেন, ঘোড়ায় টানা গাড়ি ব্যবহার করেন- ঠিক যেমনটা বহু শতাব্দী ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা করে এসেছে। পরিবার এবং কমিউনিটিকে প্রাধান্য দিতে তারা আধুনিক প্রযুক্তির দিকে তেমন মনোনিবেশ না করে পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রাকেই অনুসরণ করেন। তাদের জীবনযাত্রা অনেকের নজর কেড়েছে। গত কয়েক দশক ধরে হলিউডের চিত্রনাট্যকার, ডকুমেন্টারি নির্মাতা এবং সমাজবিজ্ঞানীদের কল্পনাকে উসকে দিয়েছে তাদের জীবনধারণের এই পথ। শুধু তাই নয়, গত দশ বছরে চিকিৎসা জগতের কাছেও তাদের এই জীবনযাত্রা আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ, আধুনিক সময়ের একটা প্রবণতাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে তারা। ১৯৬০ এর দশক থেকে হাঁপানি, একজিমা এবং অ্যালার্জির মতো প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত রোগের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা গেলেও তা কিন্তু আমিশদের প্রভাবিত করতে পারেনি। এর নেপথ্যে থাকা কারণ একদিকে যেমন মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে তার বিষয়ে যেমন আভাস দেয়, তেমনই প্রাণীর উপস্থিতি ওই প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে সেটাও তুলে ধরে। আমিশ সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটা রোগের প্রকোপ কেন কম দেখা যায়। তা জানার জন্য ২০১২ সালে একদল গবেষক ইন্ডিয়ানায় বসবাসকারী আমিশ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করেছিলেন। একইভাবে তারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সাউথ ডাকোটায় হুটেরাইটস বা হুটেরিয়ান নামে পরিচিত আরেক সম্প্রদায়ের মানুষকেও।

দুই ক্ষেত্রেই গবেষকরা ৩০জন শিশুর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন।

হুটেরাইটস কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায় এবং তারাও আমিশদের মতোই নিজেদের কমিউনিটির মাঝে থাকতে পছন্দ করে। আমিশ এবং হুটেরাইটসদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষরা ইউরোপীয়, দুই সম্প্রদায়ের মানুষই দুষিত বায়ুর সংস্পর্শে কম এসেছেন এবং তারা প্রক্রিয়াজাত খাবার কম খান। তবে হুটেরাইটস সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে হাঁপানি এবং শৈশবকালীন অ্যালার্জির হার আমিশ সম্প্রদায়ের শিশুদের তুলনায় চার থেকে ছয়গুণ বেশি। গবেষকরা এর কারণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন। তাদের মতে, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য হলো হুটেরাইটসরা শিল্পায়িত কৃষি প্রযুক্তিগুলোকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে, কিন্তু আমিশ সম্প্রদায় তা করেনি। এর অর্থ হলো অল্প বয়স থেকেই আমিশ সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাণীদের সাহচর্যে রয়েছে এবং তাদের (ওই প্রাণীদের) বয়ে আনা করা জীবাণুর সংস্পর্শেও থেকেছে।

এই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছেন আয়ারল্যান্ডস্থিত "ইউনিভার্সিটি কলেজ কর্ক"-এর মেডিসিন বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক ফার্গুস শানাহান। তার কথায়, 'যদি আমিশ বসতির ছবি দেখেন এবং তাকে হুটেরাইটসদের বসতির সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন আমিশ সম্প্রদায়ের মানুষ খামারে প্রাণীদের সঙ্গে বাস করে।' 'হুটেরাইটসরা বাস করে ছোট ছোট গ্রামে। তাদের খামারগুলো অনেক সময় বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির একদল গবেষক এই নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে আমিশ সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে অ্যালার্জির ঝুঁকি কম থাকার কারণ, পরিবেশ তাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এইভাবে গড়ে তুলেছে।

তাদের ওই গবেষণা ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং একে যুগান্তকারী গবেষণা বলে মনে করা হয়। ওই গবেষকরা লক্ষ্য করেন, হুটেরাইট সম্প্রদায়ের শিশুদের তুলনায় আমিশ শিশুদের শরীরে "টি কোষগুলো" আরও বেশি কার্যকর। এই টি কোষই মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুই সম্প্রদায়ের শিশুদের বাড়ি থেকে ধুলোবালির নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন গবেষকরা। উদ্দেশ্য ছিল, ওই ধুলিকণায় কী কী ধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে তা খতিয়ে দেখা। সেই সময় স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে আমিশ স্পম্প্রদায়ের শিশুরা আরও বেশি পরিমাণে মাইক্রোবের (অণুজীব বা জীবাণু) সংস্পর্শে এসেছে এবং সেটা সম্ভবত সেই প্রাণীদের থেকে আসা যাদের সাহচর্যে তারা বাস করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা গবেষকদের পরীক্ষাও একই কথা বলছে। ইমিউনোলজিস্টদের (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ) একটা দল পরীক্ষা করে জানিয়েছে, আলপাইন খামারে বেড়ে ওঠা শিশুরা হাঁপানি, হে ফিভার এবং একজিমার মতো রোগ থেকে সুরক্ষিত। গরু পালন করা হয় ওই সব খামারে এবং তাদের মালিকদের বাড়িগুলো এসব খামারের কাছাকাছি। শৈশবের প্রথমদিকে বাচ্চারা যত সংখ্যক পোষা প্রাণীর উপস্থিতিতে থেকেছে, তার সঙ্গে অ্যালার্জির ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে বলেও গবেষণায় দেখা গিয়েছে।

গবেষকদের মতে, সাত থেকে নয় বছর বয়সের শিশুর অ্যালার্জির ঝুঁকি তাদের জীবনের প্রথম বছরগুলোতে বাড়িতে উপস্থিত পোষা প্রাণীর সংখ্যার সাথে আনুপাতিকভাবে হ্রাস পায়। একে "মিনি-ফার্ম এফেক্ট" বলা হয়। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, সান দিয়েগোর অধ্যাপক জ্যাক গিলবার্ট আমিশ সম্প্রদায়ের ওপর চালানো ওই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার কথায়, 'এটা কোনো সার্বজনীন নিরাময় নয়। যখনই আমি এই বিষয় নিয়ে কোথাও বিষয়ে বক্তৃতা দিই, কেউ না কেউ বলে ওঠে- আমি খামারে বড় হয়েছি, আমার অ্যালার্জি হয়েছে।' 'কিন্তু আমরা দেখেছি, আপনি যদি খামারের প্রাণীদের সঙ্গে মেলামেশা করে বেড়ে ওঠেন, তাহলে আপনার অ্যাজমা বা অ্যালার্জি হওয়ার শঙ্কা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায়। এমন কি আপনি যদি একটা কুকুরের সঙ্গে বড় হন তাহলে বা অ্যালার্জির ঝুঁকি ১৩ থেকে ১৪ শতাংশ কমে যায়।' মি. গিলবার্ট "আমেরিকান গাট প্রজেক্ট"-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। এটা একটা নাগরিক বিজ্ঞান প্রকল্প যা আমাদের জীবনধারা কীভাবে মাইক্রোবায়োমকে প্রভাবিত করে, সেই বিষয়ে নিয়ে গবেষণা করে। চলতি বছরের সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটা নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, জিনগতভাবে একজিমার প্রবণতা রয়েছে এমন শিশুর বাড়িতে কুকুর পোষা হলে তা ওই রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। প্রায় দুই লাখ ৮০ হাজার জনের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যাদের মধ্যে "ইন্টারলিউকিন -সেভেন রিসেপ্টর" বা "আইএল - সেভেন আর" (যাকে একজিমার জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে ধরা হয়) উপস্থিত, তারা যদি শৈশবের প্রথম দুই বছরে বাড়ির কুকুরের সঙ্গে কাটায় তাহলে তাদের মধ্যে একজিমার ঝুঁকি কমতে পারে। ইমিউন সেল ফাংশন এবং প্রদাহের সঙ্গে সম্পর্কিত জিনের একটা নির্দিষ্ট রূপ "আইএল-সেভেন আর"। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে যে কুকুরের "মলিকিউলার সিগন্যাল" বা আণবিক সংকেত ত্বকের প্রদাহকে দমন করতে পারে। তবে গবেষকরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাদের ইতোমধ্যে একজিমা রয়েছে, তাদের নতুনভাবে কুকুরের সাহচর্যে রাখলে, রোগের লক্ষণ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা- আমিশ সম্প্রদায়ের রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পর শৈশবে প্রাণীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সম্ভাব্য প্রভাব অনেকের কাছেই আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি পোষা প্রাণী নতুন 'প্রোবায়োটিক' (উপকারী ব্যাকরেটিয়ার মতো কাজ করে) কি না- এই প্রশ্ন তুলে নিউ ইয়র্ক টাইমস নিবন্ধও প্রকাশ করেছে। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াচ্ছে?- সম্ভবত এবং আশ্চর্যজনকভাবে আমরা যখন পোষা প্রাণীদের আদর করি বা তাদের সাহচর্যে থাকি, তখন ওই প্রাণীর লোম বা পাঞ্জা থেকে তাদের শরীরে থাকা মাইক্রোব আমাদের ত্বকে এসে পৌঁছায়। অস্থায়ীভাবে হলেও, তা থাকে।

তাই বলা যেতে পারে ওই প্রাণীদের শরীরে থাকা পরজীবীরা আমাদের মাইক্রোবায়োম-এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। মাইক্রোবদের এই বড়সড় বসতি আমাদের ত্বকে, মুখের ভেতরে এমনকি অন্ত্রেও বাস করে এবং আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধক কোষগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ বিষয়ক অধ্যাপক নাসিয়া সাফদারের মতে, পোষা প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের রোগ প্রতিরোধের সম্পর্কের ধারণা পেট ফুড ইন্ডাস্ট্রির (যারা প্রাণীদের জন্য খাবার প্রস্তুত করে) আগ্রহ জাগাতে পারে। কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়াতে পারে এমন খাবারকে বাজারজাত পণ্য হিসেবে তৈরি করা এবং তার প্রচার করার কথা ভাবতে পারে পেট ফুড ইন্ডাস্ট্রি। পোষা প্রাণীর দেহে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া যাতে পোষ্যের মালিকের দেহে স্থানান্তরিত হতে পারে সেই ভাবনার ওপর জোর দিতে পারে তারা। অধ্যাপক সফদার বলেছেন, 'এই দৃষ্টিভঙ্গিটা ফান্ডিংয়ের দিক থেকে অনেকের নজর কেড়েছে, কারণ আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই মানুষের শারীরিক অবস্থার বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে।' 'তাহলে এতে প্রাণীর কী ভূমিকা থাকতে পারে?' এই বিষয়ে তিনি একটা পরীক্ষা চালানোর কথা ভাবছেন, যেখানে পোষা প্রাণী এবং তাদের মালিক যখন একাধিকবার পশুচিকিৎসকের কাছে আসবেন, তখন তাদের দু'জনেরই মলের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। তারপর পরীক্ষা করে দেখতে হবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'জনের অন্ত্রে উপস্থিত মাইক্রোবায়োমের মধ্যে মিল পাওয়া যায় কিনা। তিনি দেখতে চান, দু'জনের শরীরে একই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি শনাক্ত করা যায় কি না যাতে স্বাস্থ্যগত সুবিধা মিলতে পারে। তবে, কুকুর, বিড়াল বা অন্য প্রাণীর জীবাণু আমাদের মাইক্রোবায়োমে অন্তর্ভুক্ত করার ধারণা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদেরই একজন অধ্যাপক গিলবার্ট। তিনি বলেন, 'এর কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। আমরা সত্যিই আমাদের ত্বকে, মুখে বা অন্ত্রে কুকুরের দেহ থেকে আসাকে ব্যাকটেরিয়ার দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকতে দেখি না। তারা থেকে যায় না।' তবে অধ্যাপক নাসিয়া সফদর জানিয়েছেন তিনি এখনো মনে করেন ওই গবেষণা সার্থক হতে পারে। তার মতে, অন্ত্রে উপস্থিত মাইক্রোবের পোষা প্রাণী থেকে তাদের মালিকদের দেহে এবং মানবদেহ থেকে প্রাণীর দেহে স্থানান্তরের বিষয়টা প্রশংসার যোগ্য। তার কথায়, 'এই বিষয়ে গবেষণা মূল্যবান এবং এখনো এই নিয়ে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি।' অধ্যাপক গিলবার্ট একটা অন্য তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন। তার তত্ত্ব হলো যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন প্রজাতির পশুকে পালন করতো তাই আমাদের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রাণীদের বয়ে আনা বহন মাইক্রোব দ্বারা উদ্দীপিত হওয়ার জন্য বিকশিত হয়েছে। তবে এই মাইক্রোব স্থায়ীভাবে মানবশরীরে থাকে না। কিন্তু আমাদের প্রতিরোধক কোষগুলো ওই পরিচিত সংকেতকে শনাক্ত করতে পারে যা পরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিকাশে সাহায্য করে। মি. গিলবার্ট বলেন, 'বহু সহস্রাব্দ ধরে মানুষের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কুকুর, ঘোড়া ও গরুর ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর তাই তারা যখন সেই একই জিনিস শনাক্ত করে, তখন তা উপকারী প্রতিরোধক ক্ষমতার বিকাশকে উদ্দীপিত করে তোলে। তারা (ইমিউন সিস্টেম) বুঝতে পারে কী করতে হবে।' গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে যে পরিবারে পোষ্য প্রাণী রয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের অন্ত্রে উপস্থিত মাইক্রোবায়োমের মধ্যে মিল রয়েছে। মি. গিলবার্ট ব্যাখ্যা করেছেন, ওই প্রাণী সম্ভবত তার মালিকদের মধ্যে "হিউম্যান মাইক্রোব" স্থানান্তর করার বিষয়ে বাহকের কাজ করেছে। একইসঙ্গে, পোষা প্রাণীর নিজেদের মাইক্রোবায়মের নিয়মিত সংস্পর্শ তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করে তোলে। পাশাপাশি, অন্ত্রে এবং ত্বকে মাইক্রোবায়োমকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে, সংক্রামক জীবাণু রুখতে এবং উপকারী ব্যাকটিরিয়াকেও উদ্দীপিত করে। প্রাচীন মাইক্রোব- পশুপ্রেমীদের জন্য একটা মস্ত সুখবর হলো আরও অনেক গবেষণাতেই দেখা গেছে যে পোষ্য প্রাণীদের সাহচর্য মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ভালো। আমিশ এবং হুটেরাইটসের ওপর চালানো ওই গবেষণার বিষয়ে জানার পর ফার্গুস শানাহান "আইরিশ ট্র্যাভেলারস"দের ওপর নিজে গবেষণা করেন। আইরিশ ট্র্যাভেলারস একটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা সীমাবদ্ধ জায়গায় বাস করে। তারা কুকুর, বিড়াল থেকে শুরু করে ঘোড়া, ফেরেটসহ বিভিন্ন প্রাণী পোষে। অধ্যাপক শানাহান তাদের অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমগুলোব সিকোয়েন্সিং করেছেন এবং তার সাথে তুলনা করেছেন সেই আইরিশ ব্যাক্তিদের যারা আজ আরও আধুনিক জীবনযাত্রা অনুসরণ করেন। পাশাপাশি ফিজি, মাদাগাস্কার, মঙ্গোলিয়া, পেরু এবং তানজানিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাইক্রোবায়োমেরও সিকোয়েন্সিং-এরও তুলনা করেছেন যারা এখনো আমাদের শিকারী পূর্বপুরুষদের কাছাকাছি জীবনযাপন করে। তিনি আবিষ্কার করেন আইরিশ ট্রাভেলারদের মাইক্রোবায়োমের সঙ্গে আদিবাসী গোষ্ঠীর মাইক্রোবায়োমের বেশি মিল রয়েছে। তাদের মাইক্রোবায়োমের সঙ্গে প্রাক-শিল্পায়িত বিশ্বের মানুষের (প্রাচীন গুহা থেকে পাওয়া প্রাচীন মলের সংরক্ষিত নমুনা সংগ্রহ করে তার গবেষণার মাধ্যমে) মাইক্রোবায়োমের মিল রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তার কথায়, 'আইরিশ ট্র্যাভেলারস স্পম্প্রদায়ের মানুষেরা একটা প্রাচীন মাইক্রোবায়োম ধরে রাখতে পেরেছেন। তানজানিয়ার উপজাতি (যারা এখনো শিকারী) বা মঙ্গোলিয়ান ঘোড়সওয়ারদের (পালিত পশুদের কাছাকাছি ইয়ার্টে বাস করে) মাইক্রোবায়োমের সঙ্গে তার মিল রয়েছে।' অধ্যাপক শানাহান মনে করেন যে এটা আইরিশ ট্র্যাভেলারসদের মধ্যে অটোইমিউন রোগের নিম্ন হারকে ব্যাখ্যা করতে পারে। সাম্প্রতিক দশকে প্রদাহজনক পেটের রোগ, ক্রোহন ডিজিজ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, মাল্টিপল স্কলেরোসিস- এর মতো রোগ প্রায়শই দেখা যায়। তিনি বলেছেন, 'এর মানে এটা নয়, যে তাদের স্বাস্থ্য ভালো। বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের চেয়ে আইরিশ ট্র্যাভেলারদের মৃত্যু হচ্ছে অনেক আগে। তবে দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা এবং তাদের সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মদ্যপান, আত্মহত্যার কারণে তাদের মৃত্যু হচ্ছে। এছাড়া দুর্ঘটনাও রয়েছে।' 'কিন্তু একজন আইরিশ রিউম্যাটোলজিস্টের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে তারা সেখানে সিস্টেমিক লুপাস (এক প্রকার অটোইমিউন রোগ) রয়েছে এমন কাউকে দেখেছেন কি না। উত্তর হবে- না। তারা কখনো দেখেননি।'

গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছেন, বিভিন্ন উপায়ে প্রাণীদের আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনলে তা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে কি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অবাঞ্ছিত কুকুরকে পুনর্বাসনের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের সংস্পর্শে এনে দেখতে চেয়েছেন তাদের উপস্থিতি মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে কি না।

ইতালির একদল গবেষক একটা শিক্ষামূলক খামার তৈরি করেছিল যেখানে পোষা প্রাণী নেই এমন পরিবারের শিশুরা নিয়মিত অন্যদের তত্ত্বাবধানে ঘোড়া পুষতে পারে। দেখা গিয়েছিল, খামারে আসা শিশুদের অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম আরও উপকারী মেটাবোলাইটস (বিপাক) উৎপাদন করা শুরু করেছে। অধ্যাপক গিলবার্ট জানিয়েছেন শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করার এটা একটা সম্ভাব্য উপায় হতে পারে। তার কথায়, 'আপনি যদি আরও বেশি ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসেন তবে তা আপনার প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নানাভাবে স্টিমুলেট করবে। এর ফলে আপনার ত্বক এবং আপনার অন্ত্রে থাকা মাইক্রোব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও উন্নত হতে পারে।' 'কিন্তু আপনার দেহে প্রাণী ব্যাকটেরিয়ার বসতি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়।' গবেষকরা জানিয়েছেন সারা জীবন পোষা প্রাণীর সাহচর্যে থাকলে তা অন্যান্য উপায়েও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে মাইক্রোবায়ামের মিথস্ক্রিয়াকে সহজতর করে তুলতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট উদাহরণ দিয়েছেন ইউনিভার্সিটি কলেজ কর্কের মাইক্রোবায়োম কেন্দ্রিক গবেষণা কেন্দ্র 'এপিসি মাইক্রোবায়োম আয়ারল্যান্ডের ইমিউনোলজি'র অধ্যাপক লিয়াম ওমাহোনি। তার কথায়, 'আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকলে আপনি বাইরে যাবেন, হাঁটাহাঁটি করবেন। এইভাবে আপনি পার্কে বা মাটিতে থাকা মাইক্রোবের সংস্পর্শে আসতে পারেন। এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।'

## ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনির সমস্যা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে

কিডনি ছাড়া শরীর একেবারে অচল। শরীর চাঙ্গা রাখতে হলে কিডনিকে অবহেলা করলে চলবে না। নয়তো শরীরে নানা জটিলতা বাসা বাঁধতে পারে। বড় কোনও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগে তাই সতর্ক থাকা জরুরি। কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে সাধারণত কিডনির যত্ন নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। ছোটখাটো কিছু যত্নেই সুস্থ রাখা যায় কিডনিকে।

কর্মব্যস্ততার কারণে অনেকেই আলাদা করে নিজের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পান না। আর তাতেই বাড়ে বিপত্তি। তবে একটু সচেতন থাকলেই হতে পারে মুশকিল আসান।

কোন কোন সাধারণ অভ্যাসেই দূরে থাকে কিডনির নানা সমস্যা?

১) শরীরে জলের ঘাটতি হলে চলবে না। সাধারণত যে কোনও সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ৩-৪ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। তাই শরীরের প্রয়োজন কতটুকু, সেই পরামর্শ নিয়ে রাখুন চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের কাছ থেকে। সেই অনুপাতে জল খান। শরীরের যাবতীয় বর্জ্য বাইরে বার করে দিতে জলই সাহায্য করে। জলের ঘাটতি হলেই সেই বর্জ্য কিডনিতে জমা হয়ে কিডনিকে বিকল করে দেয়।

২) কিডনিতে সংক্রমণের অন্যতম কারণ হল প্রস্রাব চেপে রাখা। সাধারণত রাস্তাঘাটে বা অনেক সময়ে কাজের চাপে বাড়িতে থাকলেও অনেকে প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখেন। এই অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। এর ফলে মূত্রনালিতে চাপ পড়ে, তাতেই ক্ষতি হয় কিডনির। বেশি ক্ষণ প্রস্রাব ধরে রাখার ফলে কিডনির শারীরবৃত্তীয় কাজ সারতে সমস্যা হয় ও দীর্ঘ সময় ধরে টক্সিন ধরে রাখায় শরীরে সংক্রমণ ঘটে।

৩) ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনি ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই সব সময়ে চেষ্টা করুন ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। কিডনি ভাল রাখতে ডায়াবিটিস প্রতিরোধ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নিয়মিত রক্তের পরীক্ষা করার পাশাপাশি কিডনি ভাল আছে কি না, সেটাও পরীক্ষা করানো জরুরি।

৪) সামান্য ব্যথা হলেই বেদনানাশক ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে অনেকেরই। অতিরিক্ত মাত্রায় এই ধরনের ওষুধ কিন্তু কিডনির নানা সমস্যা তৈরি করে। তাই চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ভাবেই কোনও রকম অ্যান্টিবায়োটিক বা বেদনানাশক ওষুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। ৫) অতিরিক্ত নুন খাওয়ার অভ্যাস থাকলেও সতর্ক হোন। শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বেশি হলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, প্রভাব পড়ে কিডনির উপরেও। কার্বনযুক্ত নরম পানীয় নিয়মিত খেলে কিডনির ক্ষতি হয়।

## দই দিয়েই বানিয়ে দিতে পারেন সুস্বাদু কিছু খাবার

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সারা বছর সুস্থ থাকার অন্যতম ভরসা হল টক দই। চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদ, একবাক্যে তা স্বীকার করেন। শেষপাতে তাই টক দই রাখেন অনেকেই। আবার দই আর ওট অনেকেরই রোজ সকালের খাবার। দই খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। হজমের গোলমাল ঠেকানো সম্ভব। গ্যাস-অম্বল হওয়ারও সুযোগ থাকে না।

মোট কথা নিয়ম করে দই খেলে বহু উপকার মেলে। তবে দই কি শুধু শেষপাতে কিংবা ওট দিয়ে খাওয়ার খাবার? তা কিন্তু নয়। দই খাওয়া যায় বিভিন্ন ভাবে। শিশুরা অনেক সময়ে টক দই খেতে চায় না। অথচ বাড়ন্ত বয়সে দই খাওয়া জরুরি। তাই দই দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন বেশ কিছু খাবার। তা হলে এক দিকে দই খাওয়া এবং স্বাদবদল দুই-ই হয়।

আইসক্রিম

বর্ষায় আইসক্রিম খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে দোকান থেকে কিনে না খেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। টক দইয়ের সঙ্গে চিনি, মধু অথবা ম্যাপেল সিরাপ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ড্রাই ফ্রুটস এবং বিস্কুটের গুঁড়োও মেশাতে পারেন। মিশ্রটি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। ৪-৫ ঘণ্টা রাখলেই তৈরি আইসক্রিম।

প্যানকেক

সকালে খাবারে ওট বাদ দিয়ে এক দিন দই দিয়ে বানানো সুস্বাদু প্যানকেক খেয়ে দেখতে পারেন। দই দিয়ে প্যানকেক বানালে বেশ নরম হয়। সেই সঙ্গে ভাল ফোলেও। খেতেও দুর্দান্ত হয়। দইয়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে প্যানকেক বানান। খুদেকে টিফিনে দিলে চেটেপুটে খাবে।

পাস্তা সস হোয়াইট সসউইথ পাস্তা অনেকেরই পছন্দের খাবার। হোয়াইট সসচাইলে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। দইয়ের সঙ্গে কুচনো রসুন, মশলা এবং পাস্তা সেদ্ধ জল দিয়েই বানিয়ে নিন সস এই সসদিয়ে পাস্তা বানালে রেস্তরাঁর মতো খেতে হবে।

## মেটে চচ্চড়ি, রইল রেসিপি

দুপুরের মটন কষা এখনও ভাল করে হজম হয়নি। আবার রাতে কী খেতে দেবেন, সেই চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাতের সঙ্গে খাসির মাংসের পাতলা ঝোল রান্না করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু হাতের গুণে তা বেশ রগরগে হয়ে উঠেছিল। দুপুরে ভাতের সঙ্গে তা খাওয়া গেলেও রাতে আর খাওয়া যাবে না। কী রান্না করবেন ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল, মাংসের সঙ্গে পাওয়া মেটেগুলো তো আছে।

তাই দিয়েই হবে কেল্লাফতে। কম সময়ে রেস্তরাঁর মতো মেটে চচ্চড়ি বানাতে কী কী লাগবে?

উপকরণ

খাসির মেটে: ২৫০ গ্রাম
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
তেজপাতা: ২টি
রসুন বাটা: ২ চামচ
আদা বাটা: ২ চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: আধ চামচ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
কাঁচা লঙ্কা: ৪-৫টি
হলুদ বাটা: ১ চামচ
জিরে বাটা: ১ চামচ
গরম মশলা বাটা: আধ চামচ
সর্ষের তেল: ৫ টেবিল চামচ
ঘি: আধ চা চামচ

প্রণালী

১) কড়াইতে সর্ষের তেল দিন। তেল গরম হয়ে গেলে চিনি এবং তেজপাতা ফোড়ন দিন। ২) চিনি গলে গেলে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ ভাজা হলে রসুন ও আদা বাটা দিয়ে কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। ৩) এর পর সামান্য নুন, হলুদ বাটা ও জিরে বাটা দিন। এ বার দিয়ে দিন টোম্যাটো কুচি। ৪) ভল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখা মেটে দিয়ে দিন। কষতে থাকুন। ৫) এ বার কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিন। সামান্য গরম জল দিতে পারেন, যাতে মশলা পুড়ে না যায়। মেটে সেদ্ধ করতে আঁচ কমিয়ে কড়াই ঢাকা দিয়ে রাখুন। ৬) মেটে সেদ্ধ হয়ে এলে ১ চা চামচ ঘি ও গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। চাইলে উপর থেকে সামান্য ধনেপাতা কুচিও ছড়িয়ে দিতে পারেন।

বুধবার বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সিপিআই(এম) এর পক্ষে পুলিশ সদর কার্যালয়ে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

## অরুণাচলের নামসাইয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত উলফা (আই) জঙ্গি, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

নামসাই, ২২ অক্টোবর : অরুণাচল প্রদেশের নামসাই জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে একজন উলফা (আই) জঙ্গি নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে ২১ অক্টোবর রাতে, যখন আসাম রাইফেলস-এর সদস্যরা নামসাই জেলার ৬ মাইল এলাকার কাছে সাতজনের একটি জঙ্গি দলের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

নিরাপত্তা সূত্রে জানা গেছে, নিহত জঙ্গি সম্প্রতি আসামের কাকোপথার সেনা ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে ছিল। নিহত জঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেছে ইজান অসম নামে, যিনি কঠি অসম ও অভিকেশ্বর মরন নামেও পরিচিত ছিলেন।

সংঘর্ষের পরে ঘটনাস্থল থেকে একটি এইচকে রাইফেল, একটি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে জঙ্গি দলের বাকি সদস্যরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনী বর্তমানে পলাতক জঙ্গিদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। ঘটনার বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

## মণিপুরের চাণ্ডেল জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় দুই সশস্ত্র জঙ্গি আটক

ইম্ফল, ২২ অক্টোবর : মায়ানমার থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় মণিপুরের চাণ্ডেল জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই সশস্ত্র জঙ্গিকে আটক করেছে আসাম রাইফেলস। ১৮ অক্টোবর চাণ্ডেলের সাজিক তাম্পাক এলাকার কাছে চালানো এই অভিযান সফলভাবে একটি সংগঠিত জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখে দেয় বলে জানিয়েছে আধাসামরিক বাহিনী।

আসাম রাইফেলস ২২ অক্টোবর এক সরকারি বিবৃতিতে জানায়, আন্তঃসীমান্ত গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, দুই সন্দেহভাজনকে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের আগেই আটক করা হয়। আটককৃতরা মায়ানমারভিত্তিক 'ইউনাইটেড ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার্স গ্রুপ' -এর সক্রিয় ক্যাডার বলে নিশ্চিত করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

আটকের পর দুই ব্যক্তিকে চাকপিকারং থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে। সীমান্তবর্তী চাণ্ডেল জেলা দীর্ঘদিন ধরেই সুরক্ষা সংস্থাগুলোর জন্য সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত, বিশেষ করে মায়ানমার থেকে বারবার আসা সশস্ত্র গোষ্ঠীর হুমকির কারণে।

নিরাপত্তা সংস্থাগুলি আশঙ্কা করছে, এই ধরনের অনুপ্রবেশ রাজ্যের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিকে আরও ঘনীভূত করতে পারে। ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নজরদারি ও চেকপোস্টে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

## ওয়েস্ট গারো হিলসে মাদক বিরোধী অভিযানে সাফল্য, দুই পৃথক অভিযানে সাতজন গ্রেফতার

তুরা, ২২ অক্টোবর : ওয়েস্ট গারো হিলস জেলায় মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে তৎপরতা আরও জোরদার করেছে পুলিশ। চলতি সপ্তাহে চালানো দুইটি পৃথক অভিযানে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণে মাদক ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ উদ্ধার হয়েছে।

প্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় আপার দামালগ্রে এলাকায়। গারোবাধা থেকে তুরা যাওয়া একটি পাবলিক বাসে তল্লাশি চালায় অ্যান্টি নারকোটিক টাস্ক ফোর্স, আরাইমিলে পুলিশ, সদর থানার পুলিশ, এবং ১২০ ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ-এর একটি যৌথ দল।

এই অভিযানে তুরার বাসিন্দা অজয় দেবনাথ (২৪), নিরঞ্জন চক্রবর্তী (২৮), এবং সুমন সেন (২৬)-কে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২২টি হেরোইন ভায়াল, যার মোট ওজন ২.১ গ্রাম।

এই ঘটনায় এনডিপিএস আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

এরপর দাদেংগ্রে এলাকার কাছে একটি অটো রিকশাকে থামিয়ে চালানো হয় দ্বিতীয় অভিযান। এই অভিযানে প্রসঞ্জিৎ দালু, ক্রিস্টন এ. সাংমা, সেংবাথ চি. মমিন, এবং সোনু এ. সাংমা নামে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

রিকশা থেকে উদ্ধার হয় ৪২ স্ট্রিপ এসপি ক্যাপসুল, মোট ১,০০৮টি ক্যাপসুল যার ওজন প্রায় ৩৮৮ গ্রাম।

এ ছাড়াও এক অভিযুক্তের কাছ থেকে আরও হেরোইন ও পি-নিত্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনার পর দাদেংগ্রে থানায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।

ওয়েস্ট গারো হিলস জেলার পুলিশ সুপার আব্রাহাম টি সাংমা জানিয়েছেন, মাদকবিরোধী অভিযান আগামী দিনেও জোরকদমে চলবে এবং জেলার প্রতিটি প্রান্তে পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

তিনি সাধারণ জনগণকে মাদক সংক্রান্ত সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশকে তথ্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

## বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষায় ভারতের সাফল্য, গ্লোবাল ফরেস্ট রিপোর্টে ৯ম স্থানে স্থান পেল দেশ

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর: পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন-এর বালি (ইন্দোনেশিয়া) থেকে প্রকাশিত গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০২৫ রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত এখন বিশ্বের মধ্যে মোট বনভূমির পরিমাণের দিক থেকে ৯ম স্থানে উঠে এসেছে। আগের মূল্যায়নে ভারতের স্থান ছিল ১০ম। পাশাপাশি, বার্ষিক বনভূমি বৃদ্ধির হারে ভারত তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব একে "সমস্ত ভারতবাসীর জন্য গর্বের মুহূর্ত" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "এফএও কর্তৃক এফআরএ ২০২৫-এর এই তথ্য ভারতের সবুজ ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ।"

মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব জানান, এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে মোদী সরকারের বন সংরক্ষণ ও বর্ধনের জন্য গৃহীত নীতি ও প্রকল্পসমূহ এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম। তিনি বলেন, "এই অগ্রগতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারের নীতিমালার কার্যকারিতা তুলে ধরে, যার মূল লক্ষ্য হলো বন সংরক্ষণ, পুনঃবনায়ন এবং জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিবেশ রক্ষা।"

এফএও-এর এই রিপোর্ট প্রকাশের পর 'এক্স' পোস্টে ভূপেন্দ্র যাদব লেখেন, "প্রধানমন্ত্রীর 'একটি গাছ মা-এর নামে' এই বার্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর অবিচল অঙ্গীকার দেশের মানুষকে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণে উৎসাহিত করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই বাড়তে থাকা জনসচেতনতা ও অংশগ্রহণ এক টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যতের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটি শুধুমাত্র একটি সরকারি পদক্ষেপ নয়, বরং এটি দেশের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা এক সাংগঠনিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন।"

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এফআরএ ২০২৫-এ ভারতের এই উন্নতি শুধু পরিসংখ্যানগত সাফল্য নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ভারতের বৈশ্বিক নেতৃত্বের পরিচায়ক।

## তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টি, বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা

চেন্নাই, ২২ অক্টোবর: বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সৃষ্টি হওয়া একটি গভীর নিম্নচাপ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে চেন্নাইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র। এরই মধ্যে তামিলনাড়ুর বহু জেলায় সকাল থেকেই টানা ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্র প্রদেশ উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। আজ রাতের মধ্যেই এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কিনা, তা স্পষ্ট হবে।

আরএমসি জানিয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত ঝুঁকির কারণে ভিল্লুপুরম, চেঙ্গালপাট্টু, কুড্ডালোর ও ময়িলাদুথুরাই জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এসব অঞ্চলে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম, রাণিপেট, তিরুভন্নামালাই, কল্লাকুরিচি, আরিয়ালুর, পেরামবালুর, তাঞ্জাভুর, তিরুভরুর, নাগাপট্টিনম ও কারাইক্কাল সহ ১১টি জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, যেখানে খুব ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রধান আমুধা জানিয়েছেন, আজ দুপুরের মধ্যে এই নিম্নচাপটি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি সুগঠিত নিম্নচাপে রূপান্তরিত হতে পারে। তিনি বলেন, "পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আগামী ১২ ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ধারণ করবে এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কিনা।"

আরএমসি জানিয়েছে, চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চি পুরম, চেঙ্গালপাট্টু, রাণিপেট, তিরুভন্নামালাই, ভিল্লুপুরম, কুড্ডালোর, কল্লাকুরিচি, নীলগিরি, তিরুপ্পুর, ইরোড, তিরুপত্তুর ও ভেল্লোর জেলায় আগামী তিন ঘণ্টায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বৃষ্টিপাত জোরদার হওয়ায় আবহাওয়া বিভাগ এবং প্রশাসন নাগরিকদের বিশেষ করে উপকূলীয় ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলেছে। পাশাপাশি অনাবশ্যক যাত্রা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চেন্নাই, চেঙ্গালপাট্টু, কাঞ্চিপুরম, তিরুভাল্লুর ও আশেপাশের জেলাগুলিতেও আগামী দিনে পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

## রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, টিকিট দেবেন... পাহাড়মানবের ছেলের অভিযোগ, বিহার ভোটে কংগ্রেস টিকিট পাননি

নয়াদিল্লি/গয়া, ২২ অক্টোবর : 'পাহাড় মানব' নামে পরিচিত দাশরথ মাঁঝির ছেলে ভগীরথ মাঁঝি কংগ্রেস থেকে বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, রাহুল গান্ধী তাঁকে টিকিট দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষমেশ তা মেলেনি।

ভগীরথ মাঁঝি সংবাদ সংস্থা-কে বলেন, "আমি দিল্লিতে ৪ দিন ছিলাম। সব কাগজপত্র জমা দিয়েছিলাম। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে টিকিট চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, টিকিট দেবেন।

আমি আশাবাদী ছিলাম। সবাইকে টিকিট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা পাইনি। আমি রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করতে পারিনি।"

দাশরথ মাঁঝি বিহারের গয়া জেলার গেহলৌর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি পাহাড় কেটে ২২ বছরে একা হাতে রাস্তা তৈরি করেন, যা ৫৫ কিমি দূরত্ব কমিয়ে ১৫ কিমিতে নামিয়ে আনে। এই অসাধারণ কীর্তির জন্য তাঁকে 'মাউন্টেন ম্যান' বলা হয়। ২০০৭ সালে তিনি প্রয়াত হন। বিহার সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানায় এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব দেয়। ২০১৬ সালে তাঁর স্মরণে একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়।

রাহুল গান্ধীও এর আগে দাশরথ মাঁঝির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তাঁর সংকল্প ও পরিশ্রম আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহাগঠবন্ধন (কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই, সিপিএম, সিপিআই(এমএল), এবং ভিকাশশীল ইনসান পার্টি) এখনো আসন ভাগাভাগির চূড়ান্ত রূপরেখা দিতে পারেনি। কংগ্রেস ও আরজেডি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও জোটগত সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলে আছে।

অন্যদিকে, এনডিএ ইতিমধ্যেই আসন বন্টন চূড়ান্ত করেছে। বিজেপি ও জেডিইউ ১০১টি করে আসনে লড়বে। লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) ২৯টি, রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) ও হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (এইচএএম) ৬টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

বিহারে দু'দফায় ভোটগ্রহণ হবে ৬ নভেম্বর ও ১১ নভেম্বর। ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।

## কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী মোদী-সহ শীর্ষ নেতাদের শুভেচ্ছা বার্তা

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতারা তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক্স' পোস্টে লেখেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য তিনি সর্বত্র প্রশংসিত। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মজবুত করতে এবং প্রতিটি নাগরিককে নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন নিশ্চিত করতে তিনি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আমি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনের প্রার্থনা করি।"

বিজেপি সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও 'এক্স'-এর মাধ্যমে অমিত শাহকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহকারিতা মন্ত্রী অমিত শাহকে আমার এবং বিজেপির সমস্ত কর্মীদের পক্ষ থেকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনার জনসেবামূলক জীবন, নিষ্ঠা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নকশালবাদ নির্মূলে আপনার দৃঢ়তা দেশকে এক নির্ধারক পথে নিয়ে গেছে। আপনি দলের বিস্তার ও আদর্শের প্রসারে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। আমি ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, "আমাদের মন্ত্রিসভার সহকর্মী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের হৃদয়পূর্ণ শুভেচ্ছা। পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অমিত শাহ ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার এবং দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ঈশ্বর তাঁর দীর্ঘায়ু এবং উত্তম স্বাস্থ্য দান করুন, এই কামনা করি।"

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় লেখেন, "জনপ্রিয় রাজনীতিক, দক্ষ সংগঠক ও কৌশলী পরিকল্পক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। ঈশ্বর আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও গৌরবময় জীবন দান করুন।"

অমিত শাহ বর্তমানে দেশের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুখ। জন্মদিনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এমন একগুচ্ছ শুভেচ্ছা বার্তা তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অবদানের প্রতিফলন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

## বিজেপি সমর্থকদের

● প্রথম পাতার পর

সূত্রে দাবি। ওই ঘটনার জন্য সরাসরি অভিযোগের তির বিজেপির শরিক দল তিপরা মথা-র দিকে উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

## বন্‌ধ সমর্থন

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য প্রশাসন ছেড়ে দিয়েছে। পরস্পরই কোন চিন্তা না করে এডিসি এবং রাজ্য প্রশাসনকে লুট করছে।

এছাড়াও, মন্ত্রী সুধাংশু দাসের কর প্রদানের খতিয়ান তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা এদিন। তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকে মন্ত্রি সুধাংশু দাস কর প্রদান করা শুরু করেছেন। কেননা বিধায়ক হওয়ার পর কর প্রদান করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তাঁর। এর আগে তিনি কোনো কর প্রদান করেননি। এদিকে আদালতে মামলা করার বিষয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, মন্ত্রী যদি আদালতে যান তাহলে সব থেকে বেশি খুশি হবেন বিরোধী দল। এমনকি বিরোধী দলনেতার সাক্ষীই থাকবেন মন্ত্রী এবং তার ভাই, আর কেউ নন।

এছাড়াও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা জানান, সারা রাজ্যব্যাপী ২৪ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তিন দফা দাবিতে আন্দোলন চলবে। আগামী ২৪ অক্টোবর আগরতলায় একটি বড় জনসভা হবে। মূলত রাজ্যব্যাপী নেশার বাড়বাড়ন্ত, নারী নির্যাতন সহ একাধিক বিষয়ে সরব হবে সিপিআইএম।

## বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির সঙ্গে আসতে চাইছে। তাই জনজাতিদের সমর্থন বিজেপির সঙ্গে রয়েছে বলেই এদিন দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে একাংশ। এই চেষ্টা কখনোই সফল হবে না। ভয় ভীতি প্রদর্শন করে বিজেপি দলকে দমিয়ে রাখা যাবে না। হিংসার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্যের উন্নয়ন করতে হবে। আজ টাকারজলায় বিজেপির যোগদান সভায় একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। এদিনের এই যোগদান সভায় ২০০ পরিবারের ৬৯০ ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, জনজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এর আগেও সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করেছে কমিউনিস্টরা, কিন্তু সেটি সফল হয়নি। ত্রিপুরার মানুষ শান্তি, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে মূল্য দেয়। জনগণের উন্নয়নের কাজে গিয়ে আক্রমণ করা হলে দল চুপ থাকবে না। আইনি উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, বিজেপি সরকার সংঘাত চায়না। বিজেপি জনজাতিদের উন্নয়ন চায়। তাই বিজেপিকে বাধা দেওয়া হলে জনজাতিদের উন্নয়নে বাধা পড়বে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকলেই উন্নয়ন সম্ভব। সন্ত্রাস ও বিভাজনের রাজনীতিতে বিজেপি বিশ্বাস । করে না বলেই দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'রাজনীতি অবশ্যই মর্য্যাদার সঙ্গে পরিচালিত হওয়া উচিত। বিজেপি বিশ্বাস করে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'- প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা সকলের জন্য উন্নয়নের কাজ করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার জনজাতি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে।"

সমাবেশে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার রাজ্যের জনজাতি অংশের কল্যাণে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি কল্যাণে পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও জনজাতিদের কল্যাণে পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করে উপজাতি কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। রাজ্যের উপজাতি অংশের জনগণের শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে চলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার। সরকারের শক্তিকে আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বিশেষ করে জনজাতি অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি।

## ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার

● প্রথম পাতার পর

*তাঁর অভিযোগ, ২০০৫ সালে চালু হওয়া আরটিআই আইন যার মাধ্যমে বহু দুর্নীতি ও অন্যায় ফাঁস হয়েছিলতাকে ধ্বংস করে মোদি সরকার ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট চালু করেছে। এই আইনের আড়ালে শাসক দলের নেতাদের ও তাদের সম্পদের উপর নজরদারি থেকে রেহাই দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য বলে কংগ্রেসের বক্তব্য।*

*প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর দলীয়করণ ও বিরোধীদের দমন ইডি, সিবিআই, আইটি, ভিজিল্যান্সের মতো সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক অভিযান চালানো হচ্ছে। কংগ্রেস দাবি করেছে, শাসক দলের অভ্যন্তরে বিক্ষুব্ধ নেতাদেরও এসব সংস্থার ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার একাংশকেও সরকার দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলা হয়েছে।*

## চা বাগানে মহিলা শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাবরুম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার ভাই। ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেছেন তিনি। যদিও পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

## আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের

● প্রথম পাতার পর

ধরনের বল প্রয়োগ করা হয়নি'।

এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদেরই সঙ্গেই নয়, তাদের অভিভাবকের উপরেও চড়াও হয়েছে পুলিশ। সঠিক শিক্ষার দাবিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তাদের অভিভাবকরাও। পুলিশ যখন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চড়াও হয় তখন ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসে অভিভাবকরা। তখন পুলিশ অভিভাবকদের ওপরেও হাত তুলে বলে অভিযোগ তুলেছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। ঘটনায় পুলিশের এহেনও ভূমিকায় ছি ছি রব উঠেছে সর্বত্র।

## নাগেরজলায় বাস ও

● প্রথম পাতার পর

সমাধান হয়নি। বাস চালকরা নিয়ম মানতে নারাজ।"

এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ অটো শ্রমিকরা বুধবার বাসগুলির সামনে অবরোধ সৃষ্টি করে বিক্ষোভে সামিল হন। ফলে কিছু সময়ের জন্য নাগেরজলা এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

অটো চালকরা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অটো চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত রাস্তা না দিলে এবং বাস চালকদের অনিয়ম বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে অটো চালকরা।

# অবশেষে নাবালিকাকে বাড়ি ফিরলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর: অবশেষে নাবালিকা এবং তার পরিবারকে আবাসনে ফিরিয়ে দেন পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ। বুথ সভাপতি শিবু সাহার হুমকিতে দীর্ঘ এক সপ্তাহ ধরে দুই নাবালিকা মেয়ে ঘর ছাড়া ছিল। অভিযোগ, বুথ সভাপতির মদত দিয়েছে বিবেকানন্দ আবাসনের কিছু মহিলা।

অভিযোগ, রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ আবাসনের মধ্যে বসবাসরত এক রিকশা চালকের পরিবারের উপর দুর্গাপূজার চাঁদা চাপিয়ে দিয়েছিল স্থানীয় পূজা উদ্যোক্তারা। জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করতে না পারায় শাসকদলের ১ নং বুথ সভাপতি শিবু সাহা রিক্সা চালকের পরিবারের উপর আক্রমণ চালায়। ঘরে থাকা দুই নাবালিকা কন্যাকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ।

পরবর্তী সময় বিষয়টি নিয়ে গত তিন অক্টোবর পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় অভিযোগ জানানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে নাবালিকা সহ তাদের পরিবার। পুলিশ এই অভিযোগের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বরা মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেন। পরবর্তীতে পুলিশ আশ্বস্ত করে আজ তাদের আবাসনে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল পূর্ব মহিলা থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে জানতে চায় কেন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে না? বুধবার নাবালিকা দুই মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে আবাসনে। এদিকে পুলিশের সামনেই আবাসনের অন্যান্য মহিলারা ওই নাবালিকাদের হুমকি দিতে থাকে পুনরায় বের করে দেওয়ার। এদিকে স্থানীয় মহিলাদের দাবি বুথ সভাপতি নাবালিকা মেয়েকে থাপ্পড় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু গায়ে লাগেনি। মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে ওই নাবালিকা। ঘটনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। যদিও পুলিশে হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

# গোবর্ধন পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের শুভেচ্ছা বার্তা, গোরক্ষনাথ মন্দিরে পালন করলেন ঐতিহ্যবাহী পূজা

গোরখপুর, ২২ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গোবর্ধন পূজার পবিত্র দিনে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করে বলেন, এই পূজা গোপালকৃষ্ণের কৃপা এবং প্রকৃতি রক্ষার প্রতীক। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার গোরখপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরে অবস্থিত গোশালায় ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী গোবর্ধন পূজায় অংশ নেন। তিনি গোমাতার পূজা করেন এবং তাঁদের গুড় ও চারা খাইয়ে পূজার পর্ব সম্পন্ন করেন।

এক্স-এ নিজের পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "গোবংশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতি রক্ষার জনকল্যাণমুখী সংকল্পের পবিত্র প্রকাশ 'গোবর্ধন পূজা'-র এই শুভ দিনে সকল ভক্ত ও রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।" তিনি আরও লেখেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বিরাজ করুক।" মুখ্যমন্ত্রী গোবর্ধন পূজার আধ্যাত্মিক এবং পরিবেশগত গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "গোমাতা আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ। তাঁরা পরিবেশ, প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। আজ গোরক্ষনাথ মন্দির প্রাঙ্গণের গোশালায় গোমাতার সেবার মাধ্যমে সেই চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে।"

প্রসঙ্গত, গোবর্ধন পূজা কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়, যা দীপাবলির পরদিন পালিত হয়। এই দিনে ভগবান কৃষ্ণ, গোবর্ধন পর্বত এবং গোমাতার পূজা করা হয়। এটি ভক্তদের জন্য কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল :** জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# তেজস্বী যাদবের বড় নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি: জীবিকা দিদিদের জন্য ৩০,০০০ টাকা বেতন, স্থায়ী চাকরি ও ঋণ মকুবের ঘোষণা

পাটনা, ২২ অক্টোবর: বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরজেডি নেতা ও প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এনডিএ সরকারের 'জীবিকা দিদি' প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। বুধবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানালেন, আরজেডি ক্ষমতায় এলে জীবিকা প্রকল্পে যুক্ত সকল মহিলা কর্মীকে স্থায়ী সরকারি চাকরি, ৩০,০০০ টাকা মাসিক বেতন, ঋণ মকুব এবং ৫ লক্ষ টাকার বিমা সুবিধা দেওয়া হবে।

তেজস্বী বলেন, "আপনারা সবাই জানেন, বর্তমান সরকার জীবিকা দিদিদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জীবিকা কমিউনিটি মোবিলাইজার দিদিদের স্থায়ী করা হবে এবং তাদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়া হবে। মাসিক বেতন বাড়িয়ে ৩০,০০০ টাকা করা হবে। এটা সাধারণ ঘোষণা নয়এটা জীবিকা দিদিদের দীর্ঘদিনের দাবি।"

আরজেডি নেতা আরও প্রতিশ্রুতি দেন, জীবিকা দিদিদের পুরনো ঋণের সুদ মকুব করা হবে এবং আগামী দুই বছর তারা সুদমুক্ত ঋণ পাবেন।

তিনি বলেন, "প্রতিটি জীবিকা দিদিকে মাসে অতিরিক্ত ২,০০০ টাকা ভাতা এবং ৫ লক্ষ টাকার বিমা কভারেজ দেওয়া হবে।"

এই ঘোষণা সরাসরি এনডিএ সরকারের "জীবিকা" প্রকল্পের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এটি আরজেডির নির্বাচনি প্রচারে অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠতে পারে।

একই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, "রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী করে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া হবে। এই কর্মীদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক শোষণ করা হচ্ছে, যা আমরা বন্ধ করব।" তিনি অভিযোগ করেন, "চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বিনা কারণে ছাঁটাই করা হয়, তাদের বেতনের ওপর ১৮% জিএসটি কাটা হয়, মহিলা কর্মীরা দুই দিনের ছুটি পর্যন্ত পান না।" তেজস্বী তার পুরনো নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি আবারও তুলে ধরেনআরজেডি ক্ষমতায় এলে বিহারের প্রতিটি পরিবারে একজন করে সরকারি চাকরি পাবেন। "আমাদের সরকার গঠনের ২০ দিনের মধ্যে একটি নতুন আইন করব এবং ২০ মাসের মধ্যে রাজ্যের কোনো পরিবার বেকার থাকবে নাপ্রত্যেক বাড়িতে একজন সরকারি চাকরি পাবেন," তিনি বলেন।

# আবারও প্রযুক্তিগত ত্রুটি, মাঝ আকাশ থেকে ফিরল মুম্বাই-নিউয়ার্ক এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট

মুম্বাই, ২২ অক্টোবর: এয়ার ইন্ডিয়ার মুম্বাই থেকে নিউয়ার্কগামী ফ্লাইট এআই-১৯১ বুধবার ভোররাতে মাঝ আকাশ থেকে ফিরতে বাধ্য হয়। বিমানে একটি সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়ায় পাইলট সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে মুম্বাই এয়ারপোর্টে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

ফ্লাইটটি রাত ১টা ১৫ মিনিটে মুম্বাই থেকে উড়ান শুরু করে এবং সকাল ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ নিরাপদে ফিরে আসে।

এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র জানান, "মুম্বাই থেকে নিউয়ার্কগামী ফ্লাইট এআই-১৯১-এর ক্রুরা এক সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সতর্কতামূলকভাবে ফিরে আসেন। বিমানটি মুম্বাইতে নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং বর্তমানে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা চলছে।"

এই ঘটনার ফলে এআই-১৯১-সহ নিউয়ার্ক থেকে মুম্বাই ফেরার ফ্লাইট এআই-১৪৪-ও বাতিল করা হয়। এতে বহু যাত্রীর যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটে।

এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুম্বাইয়ে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের বিকল্প ফ্লাইটে বুকিং করে দেওয়া হয়েছেচাই তা এয়ার ইন্ডিয়ার হোক বা অন্য সংস্থার।

নিউয়ার্কে থাকা এআই-১৪৪-এর যাত্রীদেরও বাতিল ফ্লাইটের বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে এবং তাদেরও যত দ্রুত সম্ভব বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মাত্র এক সপ্তাহ আগে মিলান থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট একটি 'বিস্তৃত প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার' কারণে বাতিল হয়, যার জেরে শতাধিক যাত্রী দীপাবলির কয়েকদিন আগেই বিমানবন্দরে আটকে পড়েন।

এছাড়াও, চলতি মাসের শুরুতেই ভিয়েনা থেকে দিল্লিগামী একটি ফ্লাইট মাঝপথে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দুবাইয়ে অবতরণ করে। পরে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফ্লাইটটি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়।

বারে বারে প্রযুক্তিগত সমস্যায় পড়ায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ও অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। বিশেষত, উৎসবের মরশুমে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

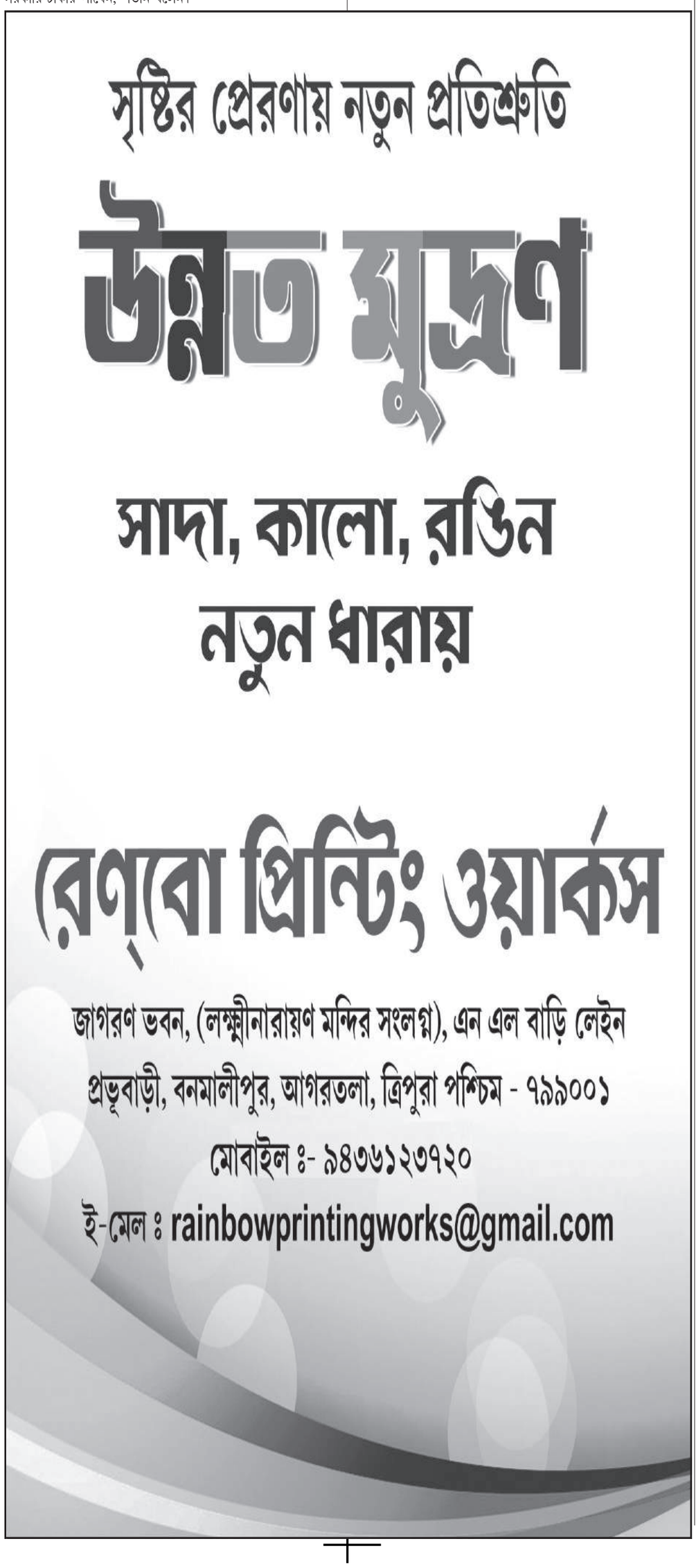


# নেশাগ্রস্ত যুবতির মারে গুরুতর আহত মহিলা

আগরতলা, ২২ অক্টোবর: বোধজংনগর থানার অন্তর্গত বণিক্য চৌমুহনী শান্তিপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় এক নেশাগ্রস্থ যুবতীর মারে গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা। বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই বাড়িতে ভাড়া থাকা দুই যুবতীর মধ্যে বচসা থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শান্তিপাড়া এলাকার সুধাংশু দাসের বাড়িতে ভাড়া থাকেন রূপা দেববর্মা ও রিয়া (সুখরানী) দেববর্মা নামে দুই যুবতী। তারা আলাদা ঘরে থাকলেও একই বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করতেন। আজ সন্ধ্যায় কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। সেই বাকবিতণ্ডা মুহূর্তের মধ্যেই মারামারিতে রূপ নেয়। অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা রিয়া দেববর্মার দ্বারা রূপা দেববর্মাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে গুরুতর জখম করে ফেলে।

খবর পেয়ে বোধজংনগর থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গুরুতর আহত রূপা দেববর্মাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি সেখানেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

অভিযুক্ত রিয়া দেববর্মাকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করেছে যে, তারা দু'জনেই মদ্যপান করেছিলেন। রিয়ার বাড়ি আমবাসায়, আর রূপা দেববর্মার বাড়ি মান্দাই এলাকায় বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবতীকে গ্রেপ্তার করে মাদকাসক্ত অবস্থায় থাকার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বোধজংনগর থানার পুলিশ।

# প্রধানমন্ত্রী মোদী করওয়ারে আইএনএস বিক্রান্তে নৌসেনার সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করলেন

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বছরও দীপাবলির দিন সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানদের সঙ্গে উৎসব পালন করার নিজের দীর্ঘদিনের রীতি বজায় রাখলেন। ২০২৫ সালে তিনি কর্নাটকের করওয়ার উপকূলে নোঙর করা ভারতের প্রথম দেশীয় নির্মিত এয়ারক্রাফ ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রান্ত-এ উপস্থিত থেকে ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার ও নাবিকদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেন। তাঁর এই বার্ষিক উদ্যোগ দেশপ্রেম এবং সেনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক দৃঢ় প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা 'দেশই পরিবার' এই বার্তাকে আরও একবার সামনে এনেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই অনন্য উদ্যোগ প্রতিবারের মতো এবারও শুধু একটি প্রতীকী আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে এক গভীর রাষ্ট্রীয় অনুভূতির প্রকাশ। তাঁর দীপ জ্বালানোয় প্রতিফলিত হয় সেই বিশ্বাস যে দেশের সীমান্তে যে জওয়ানরা অচলাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের আত্মত্যাগেই আজ ঘরে ঘরে আলোর উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। দীপাবলিতে সীমান্তে জওয়ানদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে তিনি সেনার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের মনোবল বাড়ানোর বার্তা দেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর সীমান্তবর্তী বা কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দীপাবলি কাটান সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে। গত এক দশকে তিনি সিয়াচিন, কারগিল, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট থেকে শুরু করে বিদেশি উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া জওয়ানদের সঙ্গেও দীপাবলি পালন করেছেন। প্রতিবারই তিনি জওয়ানদের সঙ্গে মিষ্টি ভাগ করে নিয়ে তাঁদের সাহস ও ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই উদ্যোগ শুধুমাত্র এক প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সফর নয়এটি দেশের কোটি কোটি নাগরিকের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার একটি আন্তরিক বার্তা। সীমান্তে দীপ জ্বালানো আজ এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা সেনা-নাগরিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তোলে এবং জাতীয় সংহতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

# পাকিস্তানের "ভারতের হয়ে প্রক্সি যুদ্ধ" অভিযোগে তালিবানের কড়া প্রতিক্রিয়া, বলল ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য

কাবুল, ২২ অক্টোবর: আফগানিস্তানের তালিবান সরকার পাকিস্তানের তরফ থেকে আসা ভারতের বিরুদ্ধে 'প্রক্সি যুদ্ধ' চালানোর অভিযোগকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করেছে। আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ ইয়াকুব এই অভিযোগকে "ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য" বলে মন্তব্য করেছেন।

আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইয়াকুব, যিনি তালিবান প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমরের পুত্র, স্পষ্টভাবে বলেন, "আমাদের নীতিতে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভারত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে চাই।"

আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, "আমরা পাকিস্তানের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। আমাদের লক্ষ্য উত্তেজনা সৃষ্টি নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও শান্তি রক্ষা। আমরা চাই কাতার ও তুরস্ক এই শান্তিচুক্তি পর্যবেক্ষণ করুক এবং তা কার্যকর করতে সাহায্য করুক। শর্ত একটাইকোনো দেশ যেন অন্য দেশের ভূখণ্ড লঙ্ঘন না করে।"

১১ অক্টোবর আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে হঠাৎ করেই সংঘর্ষ বেড়ে যায়। এর আগে তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারতের ঐতিহাসিক সফরে এসেছিলেন, যেটি পাকিস্তানকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে। সেই সময় থেকেই ইসলামাবাদ দাবি করে, তালিবান ভারতের হয়ে প্রক্সি যুদ্ধ চালাচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, "আফগান সরকার ভারতের কোলে বসে ভারতের হয়ে যুদ্ধ করছে।"

এ বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জয়স্বাল কড়া জবাব দিয়ে বলেন, "পাকিস্তান বরাবরের মতোই নিজের ব্যর্থতার দায় প্রতিবেশীদের ঘাড়ে চাপাতে চায়। তারা নিজেই সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, সেই সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ে উপমহাদেশে।"

তিনি আরও বলেন, "আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, ভৌগলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

যদিও ভারত এখনও তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি, তবুও পররাষ্ট্র দফতরের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্কোন্নয়নের ইঙ্গিত মিলছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে তালিবানের সম্পর্ক যেভাবে অবনতি ঘটছে, তা দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

# ক্রীড়াঙ্গন

## মনিশঙ্করের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রঞ্জি দল এখন হরিয়ানায়, খেলা ২৫ অক্টো: থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য রঞ্জি দল এখন হরিয়ানায়। খেলা ২৫ অক্টোবর থেকে। রোহতকের লাহিল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে। চৌধুরী বংশী লাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ও হরিয়ানার রঞ্জি ম্যাচ আগামী ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর। দিল্লির পালামে গত ১৫ থেকে ১৮ অক্টোবর প্রথম ম্যাচের শেষে লাগাতর ৪ দিন নিজেদের মধ্যে কিছুটা প্র্যাক্টিস সেরে আজ বুধবার, হরিয়ানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে লাহিলে পৌঁছেছে। আগামী দুদিন সম্মিলিতভাবে পুরো টিম সেখানে অনুশীলন করবে। উল্লেখ্য প্রথম ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ইনিংস সহ ২০ রানে পরাজয় ত্রিপুরা দলকে অনেকটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। এখন, খেলোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর। রাজ্য দলের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং এবং ডেপুটির ভূমিকায় শ্রীদাম পাল। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলেন: বিক্রম কুমার দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, হনুমা বিহারী, রজত দে, বাবুল দে, নিরুপম সেন, ভিকি সাহা, পারভেজ সুলতান, বিজয় শংকর, শঙ্কর পাল, বিক্রম দেবনাথ, স্বপ্নীল সিং, শুভম ঘোষ, অভিজিৎ সরকার, রানা দত্ত, অজয় সরকার, অর্জুন দেবনাথ। প্রধান কোচ পি ভি শশীকান্ত, সহকারী কোচ দেবব্রত চৌধুরী ও অনিরুদ্ধ সাহা। এছাড়া, আরো সাতজন রয়েছেন সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে। উল্লেখ্য, এলিট সি গ্রুপে প্রথম রাউন্ডের অন্যান্য খেলায় হরিয়ানা ৯৬ রানের ব্যবধানে রেলওয়েজকে এবং বেঙ্গল আট উইকেটের ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করেছে। আসাম গুজরাটের ম্যাচটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে গুজরাট ৩-১ পয়েন্ট পেয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় বেঙ্গল খেলবে গুজরাটের বিরুদ্ধে। উত্তরাখন্ড খেলবে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে এবং অপর ম্যাচে আসাম ও সার্ভিসেস পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

### মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে টি এফ এ-তে বৈঠক আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। আলোচ্যসূচি বিশেষ করে মহিলা ফুটবল লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। যতটুকু খবর রয়েছে টিএফএ-র মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট কিছুটা এগিয়ে আনা হতে পারে। আগামীকাল মহিলা লীগ ফুটবলের ছয়টি টিমকে নিয়ে বৈঠকে বসছে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের মহিলা লীগ কমিটি। ওইদিন সন্ধ্যায় টিএফএ-র অফিস কক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি টিমের প্রতিনিধিবর্গকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সবার সঙ্গে কথা বলার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জাতীয় মহিলা ফুটবল আসর ডিসেম্বরে হবার কারণে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এখন ঘরোয়া মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট এগিয়ে আনতে চাইছে। ছয় নভেম্বর থেকে টুর্নামেন্ট শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে খবর রয়েছে।

## আগামীকাল থেকে ফের সদর অনূর্ধ ১৩ ও ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দু''দিন বিরতির পর আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে ফের শুরু হচ্ছে সদর অনূর্ধ ১৩ ও অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এই দুটো টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ১৮ অক্টোবর থেকে। উল্লেখ্য, আগামী ২৪ অক্টোবর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে পশ্চিম নোয়াবাদী মাঠে এডি নগর প্লে সেন্টার এবং কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পঞ্চায়েত মাঠে প্রগতি প্লে সেন্টার খেলবে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে শতদল সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একইভাবে সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে আগামী ২৪ অক্টোবর বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে এগিয়ে চলো সংঘ ও তরুণ সংঘ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। টিআইটি মাঠে চাম্পামুরা প্লে সেন্টার ও ক্রিকেট অনুরাগী পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নীপকো গ্রাউন্ডে মডার্ন প্লে সেন্টার খেলবে জিবি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে।

## অ্যাডিলেডেও কোহলির জন্য ফাঁদ পাতবেন হেজলউড-স্টার্কেরা, দু'দিন আগেই জানিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া

অ্যাডিলেডের ২২ গজে ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষার মুখে ফেলতে চায় অস্ট্রেলিয়া। বিরাট কোহলির জন্যও থাকছে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ম্যাথু শর্ট জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ীই দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলবেন তাঁরা।

শর্ট বিশ্বাস করেন দলের দুই অভিজ্ঞ জোরে বোলার জস হেজলউড এবং মিচেল স্টার্ক সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও সমস্যায় ফেলবেন শুভমন গিলদের।

যদিও তাঁর দাবি, দলের বোলিং বিভাগের পরিকল্পনার কথা জানা নেই। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের অজি ব্যাটার বলেছেন, "জোরে বোলারদের বৈঠকে আমি ছিলাম না। তবে মনে হচ্ছে, কোহলিকে একই রকম ভাবে আউট করার চেষ্টা করবে আমাদের বোলারেরা। হেজলউড এবং স্টার্ক যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কোহলিকে ওরা প্রচুর বল করেছে। ওরা জানে কী করতে হবে।

পার্থে ওরা পরিস্থিতি এবং পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে কোহলিকে আউট করেছিল। আমার তো মনে হয়, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে বল সুইং করানোর চেষ্টা করবে।" শর্ট মনে করিয়ে দিয়েছেন, অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কোহলির দুর্বলতা এখন কারও অজানা নয়। গত কয়েক বছরে বহু ম্যাচে অফ স্টাম্পের বাইরের বলে আউট হয়েছেন কোহলি।

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ভারতীয় সমর্থকদের চিৎকার বিস্মিত করেছে শর্টকে। ঘরের মাঠে খেলছেন বলে মনে হচ্ছে না তাঁর। কোহলির মানসিকতা দেখেও তিনি মুগ্ধ। পার্থে প্রথম এক দিনের ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে শর্ট বলেছেন, "রোহিত বা শুভমন আউট হওয়ার পর কোহলি যখন ব্যাট করতে নামল, তখন গোটা স্টেডিয়াম চিৎকার করছিল। যে আউট হয়ে ফিরছে, তার ওই মুহূর্তটা খারাপ লাগতে পারে। তবে যে ব্যাট করতে নামছে, তার জন্য দুর্দান্ত। অস্ট্রেলিয়ায় অসংখ্য ভক্ত রয়েছে কোহলির। ওই উন্মাদনার মধ্যেও কী শান্ত ভাবে ব্যাট করতে নামল। আশা করি, এমন এক জন ক্রিকেটারের সঙ্গে আরও খেলার সুযোগ পাব। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। চলতি সিরিজে কোহলির সঙ্গে কথা বলার সুযোগও নিশ্চই পাব।"

আগামী ২৩ অক্টোবর অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচ জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন মিচেল মার্শেরা।

### চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের বন্যা

মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই গোলের বন্যা দেখা গেল। প্যারিস সঁ জরমঁ, বার্সেলোনা-সহ প্রায় সব ক'টি বড় দলই জিতেছে বড় ব্যবধানে। সব মিলিয়ে ন'টি ম্যাচে ৪৩টি গোল হয়েছে। ছ'টি দল চার বা তার বেশি গোল করেছে।

বায়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে পিএসজি-র ৭-২ জয়ের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল হয়েছে। এ ছাড়া বার্সেলোনা ৬-১ গোলে হারিয়েছে অলিম্পিয়াকোসকে। পিএসভি আইন্দোভেনের কাছে নাপোলির ২-৬ গোলে হার দিনের অঘটন। আর্সেনাল, ইন্টার মিলান জিতেছে চার গোলে।

পিএসজি-র সাত গোল

লেভারকুসেনের মাঠে প্রথমার্ধে ৪-১ গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। উইলিয়াম পাচো প্রথম গোল করেন। এর পর ডিজায়ার ডুয়ের জোড়া গোল। একটি গোল করেন কিভিচা কাভারাৎস্কেলিয়া। প্রথমার্ধে দুই দলই দশ জনে হয়ে যায়। লাল কার্ড দেখেন লেভারকুসেনের রবার্ট আনড্রিচ এবং পিএসজি-র ইলিয়া জাবারনি। দ্বিতীয়ার্ধে পিএসজি-র হয়ে গোল নুনো মেন্দেস, উসমানে দেম্বেলে এবং ভিটিনহার। লেভারকুসেনের হয়ে দুই অর্ধে দু'টি গোল আলেক্স গার্সিয়ার।

হ্যাটট্রিক ফার্মিনের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগের ম্যাচ হেরে একটু চাপে ছিল বার্সেলোনা। মঙ্গলবার তারা ৬-১ ব্যবধানে হারিয়েছে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোসকে। হ্যাটট্রিক করেছেন ফার্মিন লোপেজ। জোড়া গোল মার্কাস রাশফোর্ডের। একটি গোল লেমিনে ইয়ামালের। দ্বিতীয়ার্ধে অলিম্পিয়াকোসের সান্তিয়ানো হেজে লাল কার্ড দেখেন। তার পরে চারটি গোল করে বার্সা। কেরিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক করেছেন লোপেজ।

আর্সেনাল, ইন্টারের চার গোল

গত মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদকে কোয়ার্টারে হারিয়েছিল আর্সেনাল। এ বার মাদ্রিদের আর এক ক্লাব আতলেতিকোকে ৪-০ গোলে হারাল তারা। জোড়া গোল করলেন ভিক্টর গিয়োকেরেস। সাত ম্যাচ পর গোল পেলেন তিনি। বাকি দু'টি গোল গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস এবং গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির। অন্য দিকে, ইউনিয়ন সঁ জিলোয়াসকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার। একটি করে গোল করেছেন ডেনজেল ডামফ্রাইস, লাউতারো মার্তিনেস, হাকান চ্যালহানোগ্লু এবং ফ্রান্সেসকো পিয়ো এসপোসিতো।

থামছেন না হালান্ড

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ গোলে হারিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে। একটি গোল আর্লিং হালান্ডের। চলতি মরসুমে ১৪টি ম্যাচে ২৪টি গোল করলেন তিনি।

### প্রথম দল হিসাবে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় বাংলাদেশের!

## সাত বলে ৫ উইকেট হারিয়ে হার, টিকে রইল শ্রীলঙ্কা

১২ বলে জিততে দরকার ছিল ১২ রান। হাতে ছিল ৬ উইকেট। অর্ধশতরান করে খেলছিলেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা। সেখান থেকে হারল বাংলাদেশ। সাত বলে পড়ল ৫ উইকেট। তার মধ্যে শেষ ওভারের প্রথম চার বলে চার ব্যাটার আউট হলেন। আর ফিরতে পারল না বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হারল তারা। এই ম্যাচ হেরে প্রথম দল হিসাবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড় থেকে বিদায় নিল বাংলাদেশ। কোনও রকমে টিকে রইল শ্রীলঙ্কা।

নবি মুম্বইয়ের মাঠে এ বারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হল। শ্রীলঙ্কাকে জেতালেন অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। প্রথমে ব্যাট হাতে ৪৬ রান করলেন। পরে বল হাতে ১০ ওভারে ৪২ রান দিয়ে নিলেন ৪ উইকেট। শেষ ওভারে যখন ৬ বলে ৯ রান বাকি, তখন বল করতে আসেন চামারি। প্রথম চার বলে চারটি উইকেট পড়ে। তার মধ্যে একটি রান আউট। ফলে হ্যাটট্রিক হয়নি চামারির। তাঁর শেষ ওভার জিতিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কাকে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রানে অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। তাদের তিন ব্যাটার রান করেছেন। চামারি ছাড়া নজর কাড়লেন হাসিনি পেরেরা। ৮৫ রান করেন তিনি। নিকাশি ডি'সিলভা করেন ৩৭ রান। একটা সময় দেখে মনে হচ্ছিল, ২৫০ রানের বেশি করবে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু হাসিনি আউট হয়ে যাওয়ায় রান তোলার গতি কমে যায়। ৩৪.২ ওভারে ১৮১ রানে ৭ উইকেট পড়ে শ্রীলঙ্কার। ফলে পুরো ৫০ ওভার খেলা কঠিন হয়ে পড়ে। নীচের সারির ব্যাটারেরা কোনও রকমে উইকেটে পড়ে থাকার চেষ্টা করছিলেন। ফলে পরের ১৪ ওভারে মাত্র ২১ রান করতে পারে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে নজর কাড়েন শর্নী আখতার। ১০ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি।

২০৩ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের শুরুটাও খুব ভাল হয়নি। উইকেট পড়ার পাশাপাশি রান তোলার গতিও কম ছিল। তিন নম্বরে নামা শারমিন আখতার জুটি বাঁধেন অধিনায়ক নিগারের সঙ্গে। সেই জুটি দলকে টেনে নিয়ে যায়। দু'জনের মধ্যে ১২২ রানের জুটি হয়। শারমিন অর্ধশতরান করেন। কিন্তু ৬৪ রানের মাথায় পায়ে ক্র্যাম্প ধরায় মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। শারমিন উঠে যাওয়ায় পুরো দায়িত্ব দিয়ে পড়ে নিগারের কাঁধে। তিনিও অর্ধশতরান করেন। কিন্তু কেই তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি। পর পর উইকেট পড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে ছক্কা মারতে গিয়ে ৭৭ রানের মাথায় আউট হন নিগার। শারমিন আর নামতে পারেননি। তিনি খেলতে না পারায় বড় ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। জয়ের মুখ থেকে হারে তারা।

### ভারতীয় বোর্ডের হুমকি পেয়েই জবাব নকভির

## একটি শর্তে সূর্যদের এশিয়া কাপ ট্রফি দিতে রাজি পাক কর্তা

নিজের হাতে এশিয়া কাপ ট্রফি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় মহসিন নকভি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ট্রফি হস্তান্তরের দবি জানিয়ে ই-মেল করে সম্প্রতি। তার পর আবার নতুন শর্ত দিয়েছেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি।

নকভি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান এবং সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষিতে পাক মন্ত্রীর হাত থেকে ট্রফি নিতে রাজি হননি ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এশিয়া কাপ ফাইনালের পর মঞ্চে খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে ট্রফি নিয়ে হোটেলে ফিরে যান নকভি। তার পর থেকেই ট্রফি হস্তান্তর নিয়ে নকভির সঙ্গে টানাপোড়েন চলছে বিসিসিআইয়ের।

সম্প্রতি ট্রফি হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে নকভিকে ই-মেল করেছিলেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকীয়া। তার প্রেক্ষিতেই নতুন শর্ত দিয়েছেন নকভি। পাকিস্তানের সাংবাদিক ফইজান লখানি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, "নকভি বিসিসিআইয়ের ই-মেলের জবাব দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দুবাইয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ভারতের কোনও ক্রিকেটারের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চান।

সেই অনুষ্ঠানে ভারতের অন্তত এক জন ক্রিকেটারের উপস্থিতি বিসিসিআইকে নিশ্চিত করতে বলেছেন এসিসি সভাপতি।" নকভির এই শর্তে রাজি নয় বিসিসিআই।

নকভির হাত থেকে ট্রফি না নেওয়ার অবস্থানে অনড় বিসিসিআই কর্তারা। সে কথা নকভিকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। ফলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইইসিসি) সভা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই বলে মনে করছেন লখানি।

বিসিসিআই ছাড়া শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডও নকভিকে ই-মেল করে ভারতকে ট্রফি হস্তান্তরের অনুরোধ করেন। নকভিকে ই-মেল করেন বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লও। কিন্তু এসিসি সভাপতি ভারতে ট্রফি পাঠাতে রাজি নন।

## ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানের নেতৃত্ব থেকে সরানো হয়েছে রিজওয়ানকে! কোচকে নিশানা প্রাক্তন অধিনায়কের

আবার বিতর্কে পাকিস্তান ক্রিকেট। অধিনায়কত্ব বদল নিয়ে দলের প্রধান কোচকে নিশানা করেছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। পাকিস্তানের এক দিনের দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মহম্মদ রিজওয়ানকে। নতুন অধিনায়ক হয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

কেন রিজওয়ানকে সরানো হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড কিছু বলেনি। তবে জানা গিয়েছে, প্রধান কোচ মাইক হেসনের পরামর্শেই অধিনায়ক বদল করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক রশিদ লতিফের মতে, হেসন সম্পূর্ণ ধর্মীয় কারণে রিজওয়ানকে সরিয়েছেন। খেলা সংক্রান্ত কারণে তাঁকে সরানো হয়নি। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে লতিফ বলেন, "শুধুমাত্র প্যালেস্টাইনের পতাকা হাতে তুলে নেওয়ায় রিজওয়ানকে সরিয়ে দেওয়া হল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দেশে কি অন্য ধর্মের কাউকে অধিনায়ক করতে চাইছেন কোচ?"

লতিফের দাবি, দলের মধ্যে রিজওয়ান এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে চাইছিলেন যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। সেটাই নাকি পছন্দ হয়নি হেসনের। লতিফ বলেন, "হেসনই অধিনায়ক বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের সাজঘরে রিজওয়ান যে সংস্কৃতি নিয়ে আসতে চাইছিল সেটা ওর পছন্দ ছিল না। কেন সেটা কেউ বুঝতে পারছে না? হেসনের পাঁচ-ছ'জনের একটা দল রয়েছে। ওরা পাকিস্তানের সাজঘরের সংস্কৃতি বদলাতে চাইছে। কই আমাদের সময় তো এমন কিছু হয়নি।"

আগে বহু বার প্রকাশ্যে প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়িয়েছেন রিজওয়ান। ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় প্যালেস্টাইনের মানুষদের উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। পাকিস্তান সুপার লিগে তাঁর দল মুলতান সুলতান প্যালেস্টাইনের মানুষদের আর্থিক সাহায্য করেছিল। সেই বিষয়কেই তুলে এনেছেন লতিফ। তবে তাঁর এই কথায় শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। তবে কি খেলার বাইরের বিষয় এখন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে? প্রশ্ন করছেন সে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরাই।

## পার্থের মতো অ্যাডিলেডেও কি ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে বৃষ্টি হবে? কী বলছে বৃহস্পতিবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তন দেখার জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল ক্রিকেটবিশ্ব। তবে ১৯ অক্টোবর পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম এক দিনের ম্যাচ বৃষ্টিতে বিঘ্নিত হয়েছে। দুই তারকা ক্রিকেটারও রান পাননি। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচ। সেখানেও কি বৃষ্টি বাদ সাধবে ম্যাচে?

আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। মাত্র ১০-২০ শতাংশ বৃষ্টি হতে পারে। ম্যাচের মাঝে বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আকাশে মেঘ থাকবে সারা ক্ষণই। তাপমাত্রা থাকবে ১৯ ডিগ্রির কাছাকাছি। ফলে মনোরম পরিবেশে খেলার সুযোগ পাবে দুই দল।

অ্যাডিলেডে এক দিনের ক্রিকেটে ছ'বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। ভারত জিতেছে দু'বার, অস্ট্রেলিয়া চার বার। ভারতের দু'টি জয়ই এসেছে শেষ দুই সাক্ষাতে। শেষ বার ২০১৯-এ এই মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। সেই ম্যাচে বিরাট কোহলি শতরান করে দলকে জিতিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার আবার তাঁর ব্যাট থেকে একটি শতরান দেখার আশায় ক্রিকেটবিশ্ব। অ্যাডিলেডের পিচে সাধারণত ব্যাটারেরা সুবিধা পেয়ে থাকেন। পিচ পাটা হয়। বাউন্সও ভাল পাওয়া যায়। ব্যাটারদের পক্ষে খেলা সুবিধার। ফলে রোহিত, কোহলি, শুভমন গিলেদের সামনে রানে ফেরার একটি সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি এই মাঠে স্পিনারেরাও সাহায্য পান। ভারতের হাতে সেই অস্ত্রই রয়েছে। পার্থে বৃষ্টির কারণে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে হেরেছে ভারত।

### হারের হ্যাটট্রিক! বাকি আর দু'টি ম্যাচ

## মহিলাদের বিশ্বকাপে কী ভাবে সেমিফাইনালে উঠতে পারে ভারত, কী অঙ্ক

রবিবার ইংল্যান্ডের কাছে হেরে মহিলাদের বিশ্বকাপে লড়াই কঠিন হয়ে গিয়েছে ভারতের কাছে। টানা তিনটি ম্যাচে হেরেছে তারা। সেমিফাইনালে আর একটা জায়গাই বাকি। তার জন্য লড়াই মূলত ভারত এবং নিউ জিল্যান্ডের মধ্যে। কী ভাবে শেষ চারে উঠতে পারেন হরমনপ্রীত কৌরেরা?

১) অঙ্ক যা, তাতে ভারতের ভাগ্য এখনও রয়েছে নিজেদের হাতেই। বাকি দু'টি ম্যাচ জিতলেই সরাসরি তারা সেমিফাইনালে চলে যাবে। আর কারও উপর নির্ভর করতে হবে না।

২) যদি তারা পরের ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডকে হারায় এবং শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরে যায়, তা হলেও শেষ চারে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিউ জিল্যান্ড এবং বাংলাদেশের ছ'পয়েন্ট হলেও তারা যাতে ভারতের থেকে নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আপাতত ভারতের রান রেট ০.৫২৬। ৩) ভারত যদি নিউ জিল্যান্ডের কাছে হারে এবং বাংলাদেশকে হারায়, তা হলে দেখতে হবে যাতে ইংল্যান্ড হারিয়ে দেয় নিউ জিল্যান্ডকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের মাঝেই বিশ্বকাপ-ভাগ্য জেনে যাবে ভারত। কারণ নিউ জিল্যান্ডের খেলা আগামী রবিবার সকালে রয়েছে। ভারতের ম্যাচ দুপুরে। নিউ জিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে না গেলে এবং সেই ম্যাচে কিউয়িরা জিতলে তারা ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালের লড়াই এগিয়ে থাকত। নিউ জিল্যান্ডকেও ভারতের মতোই বাকি দু'টি ম্যাচ জিততে হবে। ইংল্যান্ড ভারতকে হারিয়ে দেওয়ায় তাদের সুবিধা হয়েছে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের প্রতিটি দলকেই সব ম্যাচ জিততে হবে। সোমবার বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যারাই হারবে তারাই বিদায় নেবে। পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কার ম্যাচও বাকি। সেটিও হবে মরণ-বাঁচন ম্যাচ। তিনটি দলের কেউ যদি বাকি সবগুলি ম্যাচও জেতে, তা হলেও তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলের দিকে।

### চিনের বিনিয়োগ, বিদেশে খেলা ফুটবলারদের দলে টানা

## কী ভাবে সাড়ে পাঁচ লক্ষের দেশ কেপ ভার্দে পৌঁছল ফুটবল বিশ্বকাপে?

কোনও দেশের কি দু'টি স্বাধীনতা দিবস থাকতে পারে? পারে। কেপ ভার্দের পারে। ৫ জুলাই পর্তুগিজদের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার দিনটির পাশাপাশি ১৪ অক্টোবর এই দ্বীপরাষ্ট্রের 'নতুন স্বাধীনতা দিবস'।গত মঙ্গলবার ১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপ ফুটবলের যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। প্রথম বার বিশ্বকাপের টিকিট। কেপ ভার্দে সরকার গণছুটি ঘোষণা করতে রাজি না হলেও দেশের প্রেসিডেন্ট হোসে মারিয়া নেভেস সেই দিনটিকে বলেছেন 'নতুন স্বাধীনতা দিবস'।আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিকে থাকা একটি দ্বীপপুঞ্জ। সব দ্বীপ মিলিয়ে জনসংখ্যা ছ'লক্ষেরও কম। সেই কেপ ভার্দেই চমকে দিয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে। এসোয়াতিনিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে তারা আফ্রিকার যোগ্যতা অর্জন পর্বে নিজেদের গ্রুপে সবার উপরে শেষ করেছে। জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হিসাবে ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে চলেছে কেপ ভার্দে।মাত্র ১০০ দিন আগে কেপ ভার্দের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। ৫ জুলাই স্বাধীনতা দিবস এবং ১৩ জানুয়ারি প্রথম নির্বাচন এই দু'টি তারিখ এত দিন কেপ ভার্দের মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল ১৪ অক্টোবর।কেপ ভার্দের বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। তার মধ্যে যেমন দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ফুটবলারদের জাতীয় দলে নেওয়ার কাজ রয়েছে, তেমনই রয়েছে চিন এবং ফিফার বিনিয়োগও।কেপ ভার্দের ফুটবল সংস্থা কয়েক বছর আগে থেকেই দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ফুটবলারদের জাতীয় দলে নেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। কেপ ভার্দের স্বাধীনতার আগে, ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে প্রচুর মানুষ দেশ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকা এবং ইউরোপের নানা দেশে। অর্থাৎ গোটা বিশ্বের কোথাও না কোথাও ছড়িয়ে আছেন কেপ ভার্দের মানুষ।মূলত ইউরোপ এবং আমেরিকায় থাকা ফুটবলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কেপ ভার্দের হয়ে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অনেকেই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এসোয়াতিনির বিরুদ্ধে যে ২৫ জন দলে ছিলেন, তাদের মধ্যে ১৪ জন থাকেন অন্য দেশে। পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস এবং ফ্রান্সেই থাকেন বেশির ভাগ মানুষ। দীর্ঘ দিন ধরে পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল কেপ ভার্দে। ফলে সেখানেই কেপ ভার্দের সবচেয়ে বেশি লোক থাকেন।নেদারল্যান্ডসের রটারডামে কেপ ভার্দের বংশোদ্ভূত প্রায় ২৩ হাজার মানুষ থাকেন। শুধু রটারডামে থাকা ফুটবলারদের মধ্যেই ছ'জনকে জাতীয় দলে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন, দাইলন লিভ্রামেন্টো বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে কেপ ভার্দের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন।২০০২ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছিল কেপ ভার্দে। তার পর থেকে বিদেশে থাকা কেপ ভার্দে বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু হয়। শুরুটা করেছিলেন লিতো। তিনি অনেক আগে পর্তুগালে গিয়ে সেখানকার প্রথম ডিভিশনে ২০০-র বেশি ম্যাচ খেলেছেন। কেপ ভার্দে ফুটবল সংস্থার সহ-সভাপতি বলেছেন, "আমরা লিতোকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে পর্তুগালে থাকা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


# ইসকন মন্দির এবং জগন্নাথ জিউ মন্দিরে অন্নকূট উৎসব পালিত



আগরতলা, ২২ অক্টোবর : আজ সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যে ও বিভিন্ন মন্দির সহ একাধিক বাড়িতে অন্নকূট উৎসব পালন করা হয়েছে। আগরতলা শহরের ইসকন মন্দির এবং জগন্নাথ জিউ মন্দিরেও অন্নকূট উৎসব পালিত হয়েছে।

ইসকন মন্দিরে গোবর্ধন পূজার আয়োজক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সম্মুখে বলেন, গোবর্ধন পূজার দিনে অন্নকূট পালন করা হয়। গোবর্ধন পূজার দিনটি ভাগবত পুরাণে সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনের গ্রামবাসীদের মুষলধারে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য গোবর্ধন পাহাড় তুলেছিলেন। এই উৎসব ইন্দ্রের বিরুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণের বিজয়কে স্মরণ করে। গোবর্ধন পূজা অন্নকুট উৎসব নামেও পরিচিত। এই দিনে গোবর্ধন পাহাড়ের আকারে খাবারের স্তূপ তৈরি করে ভগবান কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়। তারপর খাবারটি ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ হিসাবে ভাগ করা হয়। তিনি আরো বলেন, গোবর্ধন উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা বেলা ভক্তদের জন্য প্রদীপ দানের আয়োজন করা হয়েছে।

## ধর্মনগরে কঠোর নিরাপত্তার আবহে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন পূজো পরিক্রমা

ধর্মনগর, ২২ অক্টোবর: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহর জুড়ে চলছে পূজার আমেজ ও আনন্দ। শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়। তবে বিপুল জনসমাগমের মধ্যেও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো খামতি রাখেনি আরক্ষা দপ্তর।

পূজার পরদিন সন্ধ্যা থেকেই শহরের সর্বত্র নজরদারি আরও জোরদার করা হয়। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, ধর্মনগর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার এবং থানার অফিসার ইনচার্জ মিনা দেববর্মা-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী পায়ে হেঁটে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিক্রমা করেন।

তারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, পূজা মণ্ডপ ও জনবহুল এলাকাগুলিতে গিয়ে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। শহরের প্রবেশপথে স্থাপন করা হয় নাকা পয়েন্ট, যানবাহন চলাচলে রাখা হয় নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। পাশাপাশি যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে টিএসআর ও স্থানীয় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই বলেন, "দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাই আমাদের অগ্রাধিকার। পূজো পরিক্রমা যেন শান্তিপূর্ণ ও নির্ভয়ে সম্পন্ন হয়, সে লক্ষ্যেই আরক্ষা দপ্তর সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।"

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পূজো উদযাপন হওয়ায় ধর্মনগরবাসীর মধ্যে স্বস্তি ও সন্তুষ্টির পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে।

## ধর্মনগরে আলোর উৎসবের মধ্যেই উধাও বাইক, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

ধর্মনগর, ২২ অক্টোবর: দীপাবলির আলোর ঝলকানিতে উচ্ছ্বাসে ভাসছিল গোটা ধর্মনগর শহর। কালীপূজার রাতে বিভিন্ন ক্লাবে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়ে মুখর ছিল শহর। কিন্তু সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যেই ঘটে গেল এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা, যা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। জানা গেছে, ধর্মনগরের কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা স্বপ্ন কুমার দত্তের পুত্র সঞ্জয় কুমার দত্ত পূজো উপলক্ষে শহরে বেড়াতে আসেন। গতকাল রাত প্রায় ১০টার সময় তিনি ধর্মনগর পূর্ববাজার সংলগ্ন ত্রিপুরেশ্বরী গ্যাস এজেন্সির সামনে তাঁর পালসার মোটরবাইকটি রেখে শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন।

রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ফিরে এসে তিনি দেখেন, উক্ত স্থানে তাঁর বাইকটি আর নেই। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না পেয়ে সঞ্জয় দত্ত ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

উল্লেখযোগ্য, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মনগরে মোটরবাইক চুরির ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎসবের সময়েও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন, "প্রশাসন বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি দিলেও বাইক চুরি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।"

এত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও পূজার রাতে বাইক চুরি হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এখন দেখার বিষয়, ধর্মনগর থানার পুলিশ এই ঘটনায় কী পদক্ষেপ নেয় এবং চোরের হদিস আদৌ মেলে কি না।

# শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলনে পুলিশের হামলায় উত্তপ্ত বাইখোড়া নিন্দার ঝড় তুলল 'বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ'

আগরতলা, ২২ অক্টোবর: ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের মধ্যেই নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিল বাইখোড়ার রামরাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ। সোমবার শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের বর্বরতার শিকার হন, অভিযোগ উঠেছে এমনই। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ' এক বিবৃতি জারি করে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংগঠনের দাবি, শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন করা ছাত্রছাত্রীদের উপর এই ধরনের হামলা অমানবিক ও লজ্জাজনক।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, "যেখানে সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বছরে ৫০,০০০ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেখানে আজ ত্রিপুরায় প্রায় দুই হাজার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে শিক্ষকের অভাবে। বহু বিদ্যালয়ে মাত্র এক বা দুই জন শিক্ষক দিয়ে কোনোমতে ক্লাস চলছে। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতেও শিক্ষকের অভাবে সপ্তাহে তিনদিন করে ক্লাস হয়।"

এছাড়া বিবৃতিতে বলা হয়, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই এমন বিদ্যালয় অগণিত, ফলে শিক্ষার মান ক্রমেই তলানিতে নেমে গেছে। যেসব পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা সরকারি স্কুলের বদলে বেসরকারি স্কুলে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন, আর দরিদ্র পরিবারগুলি অসহায়ভাবে সরকারি বিদ্যালয়ে সন্তানদের পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই প্রেক্ষাপটে রামরাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ ন্যায্য দাবি। কিন্তু সেখানে বাইখোড়া থানার এ.এস.আই মরন বৈদ্যের নেতৃত্বে পুলিশের হামলা এবং মহিলা পুলিশ ছাড়াই মেয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

'বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ'-এর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, "এই ন্যক্কারজনক ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।"

ঘটনায় শিক্ষামহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারের নীরব ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে সর্বত্র।

## কৈলাসহর কলেজ সংলগ্ন রাস্তার বেহাল দশা জলকাদায় নাজেহাল কলেজ পড়ুয়া ও স্থানীয়রা

কৈলাসহর, ২২ অক্টোবর: কৈলাসহর পুরপরিষদের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ সংলগ্ন রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও কলেজপড়ুয়া যুবসমাজ। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় এবং পাশের ডিডব্লিউএস দপ্তরের পাইপ লিক হয়ে জল রাস্তায় পড়ার কারণে পুরো রাস্তা এখন গর্তে ভরা কাদাময় বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে।

প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়েই কলেজগামী ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও সাধারণ মানুষ চলাচল করেন। কিন্তু রাস্তার এই ভগ্নদশায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছেন সকলে। বিশেষত বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে যায়, কোথাও কোথাও গর্তে ভরে থাকে কাদা ও নোংরা জল ফলে পথচারীদের পাশাপাশি যানবাহন চালকরাও সমস্যায় পড়ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রূপক চক্রবর্তী বলেন, রাস্তায় সবসময় জল জমে থাকে, ফলে রাস্তাটি একেবারে ভেঙে গিয়েছে। সুখা মরসুমেও এই রাস্তায় জল লেগে থাকে। বর্ষাকালে তো এই সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হাঁটা দায় হয়ে পড়ে। তিনি আরও জানান, বারবার অভিযোগ করেও এখনো পর্যন্ত পুরপরিষদ বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, কৈলাসহর পুরপরিষদ, পিডব্লিউডি এবং রাজ্য সরকার যেন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে রাস্তার সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অন্যদিকে, এলাকাবাসীর অভিযোগ ডিডাব্লিউএস দপ্তরের পাইপলাইন থেকে ক্রমাগত জল চুঁইয়ে পড়ার কারণে রাস্তাটি দিন দিন আরও নষ্ট হচ্ছে। তাই শুধু রাস্তা সংস্কারই নয়, পাইপলাইনের স্থায়ী মেরামতিরও দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

রূপকবাবু বলেন, এই রাস্তা কৈলাসহরের ব্যস্ততম সংযোগপথ। তাই প্রশাসনের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে মানুষকে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়া।

## রাতের আঁধারে দুষ্কৃতীর তাণ্ডব, এক কানি শসা ক্ষেত কেটে ধ্বংস, ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে ক্ষেতের মালিক অজ্ঞান

বক্সনগর, ২২ অক্টোবর: রাতের আঁধারে দুষ্কৃতীর তাণ্ডবে এক কানি শসা ক্ষেত কেটে ধ্বংস করা হল। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ক্ষেতের মালিক। ঘটনাটি ঘটেছে বক্সনগর আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। এলাকার পরিশ্রমী কৃষক উত্তম দাসের এক কানি ফলন্ত শসার ক্ষেত রাতের আঁধারে দুষ্কৃতীরা সম্পূর্ণভাবে কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উত্তম দাসের প্রায় ৩২০০টি গাছ নিয়ে তৈরি ছিল শসার বাগানটি। কয়েক মাসের পরিশ্রম ও এক লক্ষ টাকারও বেশি খরচ করে এই বাগান গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সদ্য ফলন শুরু হয়েছিল গাছে গাছে কচি শসা ঝুলছিল। ঠিক সেই সময়ই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে বাগানে হানা দিয়ে একে একে সমস্ত গাছ কেটে ধ্বংস করে দেয়।

পরদিন সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন ক্ষেতের মালিক উত্তম দাস। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

উত্তম দাসের স্ত্রী অর্পিতা দাস কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এই বাগানে পরিশ্রম করেন তারা, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগানোর জন্য। এত কষ্ট করে এই ফসল তুললেও, এখন সব শেষ।

এর আগেও রাবার বাগান কেটে দিয়েছে, পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরেছে। পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই কাজ করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

অর্পিতা দেবী আরও জানান, তাঁদের পরিবার এখন কার্যত পথে বসার অবস্থায়। তবু তিনি প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচার ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয়রা বলেন, এলাকায় এই ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে, কিন্তু অপরাধীরা ধরা পড়ে না। কৃষকেরা এখন ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। গ্রামবাসীরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে আর কোনও পরিশ্রমী কৃষককে এমন করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়।

## কৃষকদের স্বার্থ সম্বলিত দশ দফা দাবিতে মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠকে সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর: কৃষকদের স্বার্থে এবং সীমান্তবর্তী এলাকার সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে মুখ্য সচিবের নিকট দশ দফা দাবি তুলে ধরে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল সারা ভারত কৃষক সভা-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সেই দাবিপত্রের প্রেক্ষিতে গতকাল মুখ্য সচিব রাজ্য কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব পবিত্র কর ও অঘোর দেববর্মা।

তারা জানান, সীমান্তবর্তী কৃষকদের নিত্যদিনের সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে সরকারের কাছে।

সংগঠনের তরফে উত্থাপিত দশ দফা দাবিগুলি হল — সীমান্তবর্তী এলাকার কাঁটাতারের গেট সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। প্রত্যেক কৃষক পরিবার ও কৃষি শ্রমিকদের জন্য জেলা শাসকের মাধ্যমে স্থায়ী পাসের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা অবাধে কৃষিকাজে যাতায়াত করতে পারেন। চাষের সরঞ্জাম, গরু-মহিষ, ট্রাক্টরসহ সমস্ত কৃষিযন্ত্র কাঁটাতারের ওপারে নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে আনার সুযোগ রাখতে হবে। ধান, গমসহ মৌসুমি সব ফসল চাষ ও কাটার সুযোগ দিতে হবে, এবং গেট বন্ধ থাকার সময় ফসল পাহারার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সবজি, ফুল, ফল, চা, লেবু প্রভৃতি অর্থকরী ফসল চাষের অনুমতি দিতে হবে। হাইভোল্টেজ আলোয় ফসল পোকার আক্রমণ বা পুড়ে গেলে তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে। কাঁটাতারের গেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সীমান্তের ওপারে সেচের জন্য সোলার পাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে।

সীমান্তের ওপারে বসবাসরত পরিবারগুলির অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করতে হবে; অসুস্থ ব্যক্তি, ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক, ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের স্থায়ী পাস দিতে হবে যাতে প্রয়োজনে যাতায়াত করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে কাঁটাতারের ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের নিকটবর্তী স্থানে জমি বন্দোবস্তসহ বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ ও পশুপালনের উপযোগী জমি প্রদান করতে হবে। সীমান্তবর্তী ওই পরিবারগুলিকে সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, রেগা ও টুয়েপের কাজসহ সকল প্রকার সরকারি সাহায্য দিতে হবে।

কৃষক সভার নেতৃত্ব জানিয়েছেন, মুখ্য সচিব তাদের দাবি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী কৃষকরা নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে কৃষিকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের ন্যায্য দাবি মেনে না নিলে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে নামবে কৃষক সভা।

## বিপাসা দত্তের পিএইচডি অর্জনে গর্বিত বামুটিয়া বাসী

বামুটিয়া, ২২ অক্টোবর: বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের বেড়ীমুড়া গ্রামের কন্যা বিপাসা দত্ত ইম্ফলের সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকে জেনেটিক উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর এই কৃতিত্বে গর্বিত গোটা এলাকা।

বিপাসার এই অসামান্য সাফল্যের জন্য গত ২১ অক্টোবর তাঁর বেড়ীমুড়াস্থিত বাসভবনে গিয়ে বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস তাঁকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান নিখিলেশ দত্ত, প্রাক্তন বুথ সভানেত্রী মাধবী দাস, সুজন দাস, সাংবাদিক বাদল চন্দ্র দাস, প্রিয়লাল দত্ত সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বিপাসার বাবা ভূপেন দত্ত অবসরপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত সচিব এবং মা বেবী দত্ত গৃহবধূ ও বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। মেয়ের এই সাফল্যে পরিবারসহ সমগ্র বেড়ীমুড়া গ্রাম আজ গর্বিত।

স্থানীয় মানুষজন বিপাসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও আরও সাফল্য কামনা করেছেন।

## ভাড়া বাড়ি থেকে নিখোঁজ ১৭ বছরের ছাত্রী

সাব্রুম, ২২ অক্টোবর: ভাড়া বাড়ি থেকে নিখোঁজ এক সতেরো বছরের ছাত্রী। ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা।

জানা যায়, সাব্রুম বৈষ্ণবপুর এলাকার তরণী সেনের মেয়ে নন্দিতা ত্রিপুরা (১৭), সে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। উচ্চশিক্ষার জন্য সাব্রুম পুরাতন অফিস সংলগ্ন কমলা জোত এলাকায় দীপঙ্কর চক্রবর্তীর বাড়িতে ভাড়া থাকতো, রবিবার দিন থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় সে। বউ খোঁজাখুঁজির পরেও তারা কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ছাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে দ্রুত সাব্রুম থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তদন্তের জন্য আজ দুপুরে সাব্রুম থানার পুলিশ ও ফরেনসিক টিম ওই বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পুলিশ দ্রুত তদন্ত চালিয়ে ছাত্রীর খোঁজে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে।

উল্লেখ্য, পুলিশ পরিবারকে আশ্বস্ত করেছেন যে, যত দ্রুত সম্ভব ছাত্রীকে খুঁজে বের করা হবে এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

## উচ্চহারে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানোর বিরোধিতায় সরব আমরা বাঙালী দল

আগরতলা, ২২ অক্টোবর: ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের প্রস্তাবিত উচ্চহারে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি এবং স্মার্ট মিটার স্থাপন প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল "আমরা বাঙালী" দল। এক প্রেস বিবৃতিতে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, "ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন আবারও সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।"

দলের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তর ও নিগম কর্তৃপক্ষ জনমত ও অভিযোগকে অগ্রাহ্য করে জোর করে স্মার্ট মিটার বসাচ্ছে। অথচ এই স্মার্ট মিটার ঘিরে একের পর এক "ভুতুড়ে কাণ্ড" ঘটছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, "আগে যেখানে এক হাজার টাকার বিল আসতো, এখন স্মার্ট মিটার লাগানোর পর চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বিল আসছে। এতে গ্রাহকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।"

বিরোধী দল, নাগরিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ বহুবার আপত্তি জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি। বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ও কর্তৃপক্ষ অভিযোগের গুরুত্ব না দিয়ে একতরফাভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর উদ্যোগ জারি রেখেছেন।

"আমরা বাঙালী" দলের দাবি, ত্রিপুরার প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ এখনও বি.পি.এল তালিকাভুক্ত, কর্মসংস্থান কমেছে, সরকারি চাকরির সুযোগ হ্রাস পেয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও বড়ো শপিং মলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, "যেখানে সরকার ঘরে ঘরে রোজগারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেখানে এখন নাগরিকদের ঘরে ঘরে ট্যাক্স ও বিলের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। পুর নিগমের কর বৃদ্ধির পর এবার বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো সাধারণ মানুষকে আরও বিপদের মধ্যে ফেলবে।" দলের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ নিগমকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে "উচ্চহারে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি ও অযৌক্তিক স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নচেৎ রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।"

## গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

আগরতলা, ২২ অক্টোবর: বুধবার সকালে বিশালগড় থানাধীন নারাউড়া এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা সুব্রত সরকারের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হঠাৎই এই আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

ঘটনার সময় বাড়ির সদস্যরা সকলে ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎই রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বেরোতে দেখে পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। প্রতিবেশীরাও ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু গ্যাসের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির রান্নাঘর এবং কিছু আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে, তবে বড় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

স্থানীয়রা জানান, সময়মতো ফায়ার সার্ভিস না এলে বড় বিপর্যয় ঘটতে পারত। এদিকে, অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস লিক হয়ে আগুনের সূত্রপাত ঘটে থাকতে পারে।

## ১৬ বছরের নাবালিকাকে তুলে এনে বিয়ে, অভিযুক্ত পলাতক, মাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

আগরতলা, ২২ অক্টোবর : ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে জোর করে তুলে এনে বিয়ের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মধুপুর এলাকায়। মূল অভিযুক্তকে না পেলেও তার মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় উদ্বিগ্ন শিশু সুরক্ষা কর্মীরা।

বিশালগড়ের ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাসের নেতৃত্বে চাইল্ড লাইন ও মধুপুর থানার পুলিশের একটি যৌথ দল অভিযানে নামে।

### তিথি অনুযায়ী আজ ভাইফোঁটা

## ভাই-বোনের ভালোবাসার পবিত্র বন্ধনের দিন

আগরতলা, ২২ অক্টোবর: তিথি অনুযায়ী আজ ভাইফোঁটা ভাই-বোনের চিরন্তন সম্পর্ক ও মমতার প্রতীকী উৎসব। বাংলার ঘরে ঘরে আজ সকাল থেকেই উৎসবের আমেজ। ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে রঙিন আরতি থালা, প্রদীপের আলোয় ভরে উঠেছে পরিবারের প্রতিটি কোণ। বোনেরা আজ ভালোবাসা ও আশীর্বাদের ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছে।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, যমরাজ ও যমুনা দেবীর কিংবদন্তির মধ্য দিয়েই ভাইফোঁটার সূচনা। বলা হয়, যমুনা দেবী একদিন তার ভাই যমরাজের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছিলেন। সেই থেকে এই তিথিতে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার প্রথা শুরু হয়।

এই দিনটি শুধুমাত্র এক ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি পারিবারিক ভালোবাসা, সম্পর্ক ও স্নেহের এক সামাজিক উৎসব। বোনেরা ভাইদের কপালে চন্দন বা সিঁদুরের ফোঁটা দেয়, প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করে, তারপর মিষ্টান্ন খাইয়ে আশীর্বাদ জানায়। অন্যদিকে ভাইয়েরা বোনদের উপহার দিয়ে সারা জীবনের জন্য রক্ষা করার অঙ্গীকার করে।

রাজধানী আগরতলাসহ ত্রিপুরার সর্বত্রই আজ ভাইফোঁটা উপলক্ষে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে। সকালে মন্দিরে পূজা, বাড়িতে ফুল, আলো ও মিষ্টির সাজে ভরে উঠেছে ঘরবাড়ি। ছোটরা যেমন আনন্দে মেতে উঠেছে, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠরাও পারিবারিক মিলনের মুহূর্তে আবেগাপ্লুত। আজকের দিনে শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়, মনের সম্পর্কের ভাই-বোনেরাও একে অপরের কপালে ফোঁটা দিচ্ছেন বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য ও মানবিকতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলতে।

ভাইফোঁটার এই দিনটি তাই শুধুমাত্র উৎসব নয়, এটি সম্পর্কের মাধুর্য ও ভালোবাসার এক প্রতীকী দিন, যা বারবার মনে করিয়ে দেয় "ভাই-বোনের সম্পর্ক চির অটুট, চির অনন্য।"

## গকুলনগরে দুষ্কৃতিকারীদের লাউ ক্ষেত ধ্বংস, কৃষক জীবন সরকারের আহ্বান সরকারী সাহায্যের জন্য

চড়িলাম, ২২ অক্টোবর: গকুলনগর মধ্যপাড়া এলাকায় ৫৬ বছর বয়সি কৃষক জীবন সরকারের প্রায় এক কানি লাউ খেত দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নষ্ট হয়ে গেছে। ঘটনাটি জানার পর এলাকার মানুষ ও প্রশাসনের প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

জীবন সরকারের খেত দেখতে যান কমলসাগর মণ্ডল প্রেসিডেন্ট কাজল সরকার, স্থানীয় প্রধান ও উপপ্রধান এবং গকুলনগরের বিএলডব্লিউ গৌতম দাস। তারা ক্ষতি পর্যালোচনা করে কৃষককে সম্ভাব্য সাহায্যের আশ্বাস দেন। জীবন সরকার জানান, তার পরিবারে একমাত্র রোজগারের দায়িত্ব তার ওপর, এবং এক নাবালিকা কন্যা সন্তান একাদশ শ্রেণীতে পড়ে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas